সতীপ্রভাব নাটক

কে আছে এমন কবি অবনী মণ্ডলে-
দোষ নাই গ্রন্থে মম বলে হেন বাণি-
সদর্পে লেখনি ধরি? হয়নি তেমন,
হবে না হবার নয় (আকাশ কুসুম ।)

শ্রীকালীকৃষ্ণচক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
বিরচিত।

শ্রীবিনদবিহারি দাস দ্বারা
প্রকাশিত।

কলিকাতা

যশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা সিমুলিয়া হরিপাল লেন ৩ নং ভবনে,
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

নাটকস্থ নায়ক নায়িকাকুল।

নায়ক।

ভামে নাশে	কাঠুরিয়াদ্বয়।
ভাগ্যদেব	অদৃষ্ট কর্ত্তা।
কর্ম্মভোগ	ফলপ্রদায়ক।
ভোলা	আহত কাঠুরিয়া।
দ্যুমৎসেন	অবন্তীদেশের রাজা।
সত্যবান	দ্যুমৎসেনের পুত্র।
গুণময়	সত্যবানের সমপাঠী।
অশ্বপতি	জয়ন্তিদেশের রাজা।
ভীমমূর্ত্তি কঠোর কর্ম্মা	যমদূত দ্বয়।
ধর্ম্মরাজ	যমরাজ।
চিত্রগুপ্ত	ধর্ম্মরাজ মন্ত্রি।
বিকটদূত	যমের প্রধান দূত।
হরেকেষ্ঠ	চিত্রগুপ্তের চাকর।
পাপীতাড়ন	বিকট দূতের অধীনস্থ দূত।
নারদ	দেবর্ষি।

তিনজনপাপী, পতাকাধারী, মন্ত্রি, প্রজা, ঘোষক ইত্যাদি।

নায়িকা।

করুণাসুন্দরী	সত্যবানের মাতা।
সাবিত্রী	মহারাজঅশ্বপতির কন্যা।
ফুলবালা বনলতা	সাবিত্রীর সখীদ্বয়।
রাণী	অশ্বপতির মহিষী।
ঠানদিদী	প্রতিবাসিনী বৃদ্ধা।

পাপিনী ইত্যাদি।

সতীপ্রভাব নাটক।

প্রথম দৃশ্য কানন।

(কুঠার স্কন্ধে নীলে ও ভীমে কাঠুরিয়াদ্বয় দণ্ডায়মান।)

নীলে। বলিস্ কি, নিয়ি গেছে ?

ভীমে। মাইরি দা! তোর দিব্বি এই দেখ্ না এখনো বুক্ টো গুর্ গুর্ কচ্চে !!

নীলে। কি করিনেলে ?

ভীমে। আম্‌রা দোজনে হায় বড় বন্ ডায় কাট্ কেট্ তি গেলাম, সেতার কুবুদ্ধি !!— মুই যেখানে কেট্ তিচি তুই না হয় সেই খেনেই কাট্ !! তানা চুল্ কুতি ব্যাত্ কেট্ তি গেল, ঝ্যামনু এম্‌নি করি ব্যাতের বোজা বাঁদ্‌বে, আর্ অমনি এক্ বিরোদ্ বাগ্ কম্‌নে যে ছ্যাল, হুপ্ করে এসে পড়ে কপাৎকরে ঘাড় ধরে পগার পার্ !!! একবার ক্যাঁককরে উঠে ছ্যাল, পেচোন ফিরি চেয়ে দেখিই অম্‌নি ভোঁ দৌড় !

নীলে। আহা হা !! কোন রকমি ছাড়িয়ি আনুতি পাল্লিনি ?

ভীমে। তুই দা এক অজবুক্ !! মোর একলা পরাণ, মুই সেতাকে ছাড়াতি গেলি মোকে শালা ব্যান্‌ব্যালার পকালভাত্ করি ক্যাল্‌বে, এখনো ভয়ে ঠেই ঠেই কেঁপ্ তিচি দেখ্ না !!

নীলে। এখন্ আর্ তোর্ ডর্ কিসির ? এখানেতো আর্ বাগ্ আস্‌তি পার্ব্বেনা ?

ভী। বল্লি কি হয়, এখনো ধোঁকাটা আছে !! বল্‌তি কি আমি ঝাই ভর্ষাদার মর্‌দ তাই পেলিয়ে এসিচি, তুইদা সে রকম্ দেখ্‌লি ? নড়্‌তি চড়্‌তিও পাত্তিস্‌না, অম্‌নি কাপড়ে চোপড়ে !!

নীলে। মোর্ হতি তোর্ সায়োস্ আছে না কি ? মোর্ কেমন ভর্ষা বল্‌দিন্ ? কেল্‌কে মস্ত এড্‌ডা হেঁড়েল্ মারি আন্‌লাম, তখন তুইতো পেলিলি, তো হতি মোর্ সায়োস্ কম্ কিসি ?

ভীমে। ওডা কথার কথা কলাম, সেডা হেঁড়েল্ এড়া বাগ এর্ কাছে কি আর্ এক্‌জন্ মান্‌ষি ঘেঁস্‌তি পারে ?

নীলে। দুত্তোর্ বাগ্ !! এক্‌বার দেখ্‌তি পালি এই বাগির্ কোপে ব্যাটার্‌প্যাট্ গাছ্‌কাড়া করি !!

ভীমে। তুই মুখিতি বাগ মাল্লি, কিন্তু দেখ্‌তি পালি অম্‌নি কাত্ করিস্ !!!

নেপথ্যে ভোলা ওরে বাপ্‌রে !! খালেরে !!

নীলে। কি ও ?

ভীমে। আর্ কিও ? বাগে কার্ ঘাড়ভাঙ্‌লে বুঝি।

নেপথ্যেভোলা। ঘাড়ভাঙ্‌লেগো খালেগো ভীমে কাকা !

ভীমে। মোদের্ ভোলা না ?

নীলে। (ত্রস্তভাবে) এখনো দেঁড়িয়ে আছিস্ ? মোর্ ভোলাকে বাগেনে খাবে মুই দেঁড়িয়ে দেখ্‌বো, বাগির ঘাড়্ কেম্‌ড়ি খাইগে চল্।

[দ্রুতপদে উভয়ের প্রস্থান।

ভাগ্যদেবের প্রবেশ।)

ভাগ্যদেব। (চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক স্বগতঃ) সাধ্য কি এ কর হতে নিস্কৃতি পায় ? মন পরিবর্ত্তন কর, স্থান পরিবর্ত্তন কর, বন আশ্রয় কর, কখন কেহ আমা হতে পৃথক্ হতে পারে না। এই যে কানন, এও আমার দৃষ্টিবলে পর্ব্বতে পূর্ণিত হতে পারে, বারিধীকেও নদী করে ফেলতে পারি !! জীবের সঙ্কেত কথাই নাই, ছায়ার ন্যায় কায়ার উৎকৃষ্ট অংশেই বাস কর্চ্চি

ভ্রমেতে জড়িত জীবন জানেন সন্ধান।
মনে করে বনে এসে পাব পরিত্রান ॥
যেখানে যেখানে থাকো, ক্ষুদ্র প্রাণী বোঝনাকো,
অদৃষ্টের হাত কোথা পাবেরে এড়ান ?
যেথা যাও ভাগ্যদেব সঙ্গে সঙ্গে যান।

কেবা কারে ক্লেশ দেয় অদৃষ্ট কারণ ॥
আমিই সে ভাগ্যদেব জয়ি ত্রিভুবন।
ভুচর, খেচর, নর, বিধি, হরি, স্মরহর,
যতনে দিয়াছে মোরে শিরসি আসন।
স্বপনে যা ভাবিবে না ঘটাই এমন ॥

সমুদ্র মন্থনে ইন্দ্রকে উচ্চৈঃশ্রবা, নারায়ণকে লক্ষ্মী ও কৌস্তভ দিয়েছি। কিন্তু সেই রত্নাকর পুনর্ব্বার শঙ্কর মন্থন করাতে বিষরাশি উত্থিত হলো !! আভ্রান্ত জীব ! নিজে রাজা হতে ইচ্ছা কল্লে কি হবে ? এই ভাগ্যদেব যা দেবে তাই তোমাদের প্রাপ্য !!

(কর্ম্মভোগের প্রবেশ।)

কর্ম্মভোগ আমি।

ওরে ভ্রান্ত যত জীব, বোঝনা অশিব শিব,
করনা সুকৃতি, দুষ্কৃতির অনুগামী ?
যে যা করে কিন্তু যেন কর্ম্মভোগ আমি,

নর দূরে থাক্ ইন্দ্র যাহার বলে সবে।
গোপনে গৌতম হয়ে, গুরুর রমণী লয়ে,
করিয়া কুকাজ ভাবে গোপনেই রবে॥
জানে না যে কর্ম্মভোগ সনে দেখা হবে॥

ফলিল কর্ম্মের ভোগ মুনি দেন শাপ।
অঙ্গময় নারীচিহ্ন পায় মনস্তাপ॥
ঘোর তপস্যার ফলে, আবার সুকৃতি বলে,
সহস্রলোচন হয় যায় পরিতাপ।
কর্ম্মভোগ কর্ম্মমতে দেখাই প্রতাপ॥

কর্ম্মভোগ কর হতে কে কোথা এড়ায় ?
যে কর্ম্মই কর, যেন ভোগ পিছু ধায়॥
তারাপতি গুরুদারা, গোপনে হরিল তারা,
গুরুপাপ দেখে গুরু শাপিলেন তায়।
আজিও কলঙ্ক তাই ওই দেখা যায়॥

ভাগ্যদেব। (কর্ম্মভোগকে দৃষ্টে) একি কর্ম্মভোগ যে ?

কর্ম্মভোগ। (ভাগ্যদেবকে দৃষ্টে) একিভাগ্যদেব ! তবে আছেন ভাল ?

ভাগ্যদেব। ভাগ্যদেবের অমঙ্গল কোথায় ? কর্ম্মভোগ ! এখন কর্ম্ম ভুমির সম্বাদ কিছু বল্‌তে পার ?

কর্ম্মভোগ। কর্ম্মভূমি খবর ? বেশ্ জানি !! ধর্ম্মখোঁড়া !! অধর্ম্মের চতুষ্পদ !! সত্যের অপঘাৎ মৃত্যু !! মিথ্যাদৃষ্টির পোহাবারো !! লোভের চার্ হাত !! ক্রোধের কথাই নাই !! হিংসাজীবের প্রিয়দারা !! অহিংসার বনবাস !! তোমার আমার মনো-কষ্ট !!

ভাগ্যদেব। তোমার আমার মনোকষ্ট কেন ?

কর্ম্মভোগ। কাজেই !! ভালকর্ম্ম কল্লে জীবকে উত্তম ভোগ দিলেও মন্টা কতক সুখী হতো। ভাগ্যদেব উত্তম ভাগ্য হলে তুমিও দেখে সন্তুষ্ট হতে ; বিবেচনা কর, জীবকে যন্ত্রণা ভোগ করাতে কি মনোদুঃখ হয় না ?

ভাগ্যদেব। তার আর সন্দেহ কি ? লোকের ভাল দেখ্লেই মনটা সন্তুষ্ট হয়। ভাল কর্ম্মভোগ ! সম্প্রতি তোমার বনে আস্বার কারণ কি ?

কর্ম্মভোগ। তা বল্চি, তুমিই বা এ বনে এসেছ কেন বল দেখি ?

ভাগ্যদেব। দ্যুমৎসেন রাজের মন্দভাগ্য হওয়াতে বনে এসেছেন, কাযেই আমাকে সঙ্গে সঙ্গে থাক্তে হয়েচে।

কর্ম্মভোগ। আমারো সেই কারণে আশা।

ভাগ্যদেব। দ্যুমৎসেন রাজা অত্যন্ত ধার্ম্মিক !! এঁর কষ্ট হওয়াতে কিছু মনোদুঃখ হয়েছে।

কর্ম্মভোগ। এ দশা হওয়া দ্যুমৎসেন রাজের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ভোগে !! সাধ করে কি জীবের যন্ত্রণা ঘটাই ? বিধির নিয়ম লঙ্ঘন করে কার সাধ্য ?

নেপথ্যে নীলে। ভাল করি ধর্না !! পড়ি যায় যে !!

ভাগ্যদেব। কর্ম্মভোগ !! কে আসচে বুঝি হে ? প্রকাশ্যভাবে

জীবকে দর্শন দেওয়া আমাদের উচিত নয়; চল ছায়ারূপে এ বিশ্বে বিচরণ করিগে।

কর্ম্মভোগ। চল তবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

নেপথ্যে নীমে। বাগির সাদ্দিকি মোর্ ভোলাকে নে যায়? দেখলি ভীমে! এই বাসির কোপে শালার প্যাট্ গাছফাড়া কল্লাম্!!

ভোলাকে ধরাধরি করিয়া নীলে ও ভীমের প্রবেশ।

ভীমে। দাদা! তোর সাদ্দিত কোম্ না? ব্যাটার বাগ্ কি যখন বাসির কোপ্ মাল্লি, শালা কুকুরির মত কেঁউ কেঁউ করি ল্যাজ্ উপু করি ঘোঙা কাত্ কল্লে!!

নীলে। দেখ্ লিতো মোর্ সায়োস্?

ভোলা। খালে গো!!

ভীমে। ডর্ কি? ডর্ কি? ভোলা! অমন্ কচ্চিস্ কেন?

নীলে। এখনো সেই বাগির্ ভয়টা আছে; তাই ঝমৃকি ঝমৃকি উট্ তিচে!!

ভীমে। দাদা! দাদা! হ্যাদে দ্যাখ্ না!! শালার বাগিতি মোদের্ ভোলার্ ঘাড়ির্ দিকি কেম্ড়িচে!! ওঃ!! এখনো রক্ত ঝর্চ্চে!! থাম্‌চেনা!! ওদা! কি দিব শিগ্‌গির শিগ্‌গির দে! বেসি রক্ত ঝল্লি ভোলা ঝান্ খাবে!!!

নীলে। হ্যাদে দ্যাখ্ ভীমে! শিগ্‌গির ঐ গাছির গোটাকত পাত আন্‌তো, এখনি মুই অষুদ্ দিচ্চি!!

ভীমে। এই আমি আন্‌চি।

(ভীমের প্রস্থান পাতালইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

ভীমে। এই দা নে।

নীলে। এক্ কাম্ কর, মুখির মদ্দিফেলি চিবো।

ভীমে। এই দা চিবিয়ি! ছাতু কর্‌চি।

নীলে। এই ঘায়ির মুখি দেত।

ভীমে। (পাতা চিবাইয়া ঘায়ের মুখে দিয়া) বা দা! তুই আচ্ছা অযুদ্‌ জানিস্‌তো ? দিতি দিতি রক্ত পড়া থামি গেল !!

ভোলা। (কাতর স্বরে) ওঃ !! মা ! উঃ !! কাকা ! জল্‌খাবো !!

নীলে। ভীমে! ভোলা জল্‌খাতি চাচ্চে; শিগ্গির জল্‌নিয়ি আয়তো।

ভীমে। এই দা যাচ্চি।

(ভীমের প্রস্থান ঠোঙা করিয়া জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

ভীমে। এই ধর্‌দা ?

নীলে। (জল লইয়া) ভোলা ! একবার ওঠ্‌বাবা ! এই জল্‌খা।

ভোলা। (কষ্টে উঠিয়া জলপান পূর্ব্বক) আঃ !!—

নীলে। ভোলা ! ধিরি ধিরি উটি বাড়ি যাতি পার্ব্বি ?

ভোলা। ধরি নিলি পারি।

নীলে। ভীমে! তুই এক্‌দিকি ধর্, মুই এক্‌দিকি ধরি, ভোলাকে বাড়ি নে যাই চল্‌।

ভীমে। ধর্‌দা !

(ভোলাকে ধরাধরি করিয়া উভয়ের প্রস্থান।)

সমবেত বাদ্য।

যবনিকা পতন।

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয়-দৃশ্য।

কানন কুটির।

(কুটির বহির্ভাগে করুণাসুন্দরী পত্রহস্তে বয়নে নিবিষ্টা।)

করুণা। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক স্বগতঃ)——

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেমটা।

কতগো সহিব বল একি কপাল লিখন ?
হইয়ে ভূপতি পতি ভূমেতে শয়ন॥
সুবর্ণ ভোজনাধারে, সুরসান্ন দিছি যাঁরে,
এবে তরু পত্রে তাঁরে, করাবো ভোজন।
পতি ক্লেশ চিন্তানলে, চিত চিতা সম জ্বলে,
এদেহ পতন হলে, জুড়ায় জীবন॥

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) পাতাগুলিত বুনলেম্, এ ও.. কুটিরের মধ্যে রেখে আসি। (পত্রাদি লইয়া কুটির ম.. প্রবেশ, দ্যুমৎসেনের হস্ত ধরিয়া বহির্গত হইয়া) আ.. একটু এই তরু তলায় বিশ্রাম করুন, আমি কুটির.. পরিষ্কার করিগে।

[করুণাসুন্দরীর প্রস্থা..

দ্যুমৎসেন। (তরুতলে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ পূর্ব্বক স্বগত) সকলি অদৃষ্ট !! আমি যে এই শ্বাপদাকীর্ণ কাননে বাস কর্ব্ব; পূর্ব্বে স্বপ্নেও চিন্তা করিনে। ধন্যভাগ্য !! অঘটন ঘটাতে পার !! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই !! কোথায় রাজসিংহাসন ? কোথায় কানন কুটির !! কোথায় রাজভোগ ? কোথায় কষায় ফল মূল অশন !! (দীর্ঘনিশ্বাস) ভগবন্! সকলি তোমার লীলা !! ওঃ !!—কত কষ্টই সহ্য কর্চ্চি !! ভাল !! রাজ্যহীনই যেন হলেম !! এ সময় দেহটাও সুস্থ থাক্ !! কায়িক পরিশ্রম করেও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি ? তাতেও ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের সার রত্ন চক্ষু দুটি হতেও বঞ্চিত্ কল্লেন !! (দীর্ঘনিশ্বাস) ওঃ !!—বিশ্বপতি ! এপামর অনর্থক ভবদীয় বিশুদ্ধ মহিমার উপর কলঙ্কার্পণ কর্চ্চে !! অবশ্যই আমার কোন পূর্ব্ব জন্মের দুস্কৃত আছে, তাই আপনার সুক্ষ্মদৃষ্টিতে পতিত হওয়াতে তার ফলভোগ কর্চ্চি !! ওঃ !!—মহিষি !!—আঃ—কি ভ্রম !! আজিও জায়াকে মহিষী বলে সম্বোধন কর্চ্চি ? আমিই মহিপতি নই, জায়া এক্ষণে মহিষী হবে কিপ্রকারে ? বরং বনবাসিনী বলাই উচিত !!

(আকাশে।)

করমের ভোগ যাহা অবশ্য হইবে রায়।
সুখ দুখ দুটীফল কার্য্যমত জীবে পায়॥

করুণাসুন্দরী। (কুটির হইতে বহির্গত হইয়া) আসুন্! কুটিরটী পরিষ্কার হয়েছে।

দ্যুমৎসেন। তপস্বিনি ! এইস্থানে একটু বিশ্রাম কর। কিঞ্চিৎ বিলম্বে আমি যাচ্চি। (দীর্ঘনিশ্বাস) ওঃ !!—ভগবন্ !—

করুণাসুন্দরী। (তরুতলে উপবেশন পূর্ব্বক) ওরূপ নিশ্বাস ত্যাগ করে অধিনীর জীবনকে আর কাতর কর্ব্বেন না!! আমি নিজের কষ্ট সহ্য কর্ত্তে পারি আপ্‌নার কষ্ট দেখ্‌তে পারিনে।

(আকাশে।)

করুণাসুন্দরী মন পতি দুঃখে দ্রবিল।
মলিন নলিন মুখে অশ্রুবিন্দু ঝরিল॥

(সবিষাদে) একেত এই শরীর হয়েছে!! ভেবে ভেবে আবার একটা অসুখে পড়্‌বেন?

দ্যুমৎসেন। পতিব্রতে! যার সমুদ্রে শয্যা তার সামান্য শিশিরে ভয় কি? অসুখ্‌তো আমাদের অঙ্গের ভুষণ হয়েছে।

করুণাসুন্দরী। বিধাতা কি আমাদের দুখের শেষ লেখন্‌ নি?

দ্যুমৎসেন। কৈ আর? রাজ্যহীন কল্লেন!! বনে আন্‌লেন্‌!! অন্ধ করেছেন; এখনো সন্তুষ্ট হচ্চেন না!! বোধ কর্চ্চি আরো কিছু তাঁর মনে আছে!!

করুণাসুন্দরী। (সজলনেত্রে) আঃ!!—ভগবান্‌!—

(আকাশে।)

নয়ন কমল পুনঃ নেত্রজলে ভাসিল।
মুকুতার সম দুটি ধারা গণ্ডে আসিল॥

দ্যুমৎসেন। বনদেবি! কেঁদনা!! কেঁদে আর কি হবে? অদৃষ্টের হাত কখনই এড়াতে পার্ব্বেনা!!

করুণাসুন্দরী। (সজলনেত্রে) যা বল্‌ছেন্‌ তা সত্য!! কিন্তু মন্‌ যে বোঝেনা? কোথায় রাজত্ব!! কোথায় বনবাস!! আম

আর কিছু দুখ হচ্চেনা, আপনার এই কষ্টতেই আমার বুক্ ফেটে যাচ্চে !! সতী হয়ে পতির ক্লেশ স্বচক্ষে দেখা মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক !!

নেপথ্যে। (করুণ স্বরে) অবনি! বসুন্দরে! আমার মিত্রকে তুমি কোথায় গোপন করে রেখেছ বলে দাও? বহু অন্বেষণ করেছি; কোন সন্ধানই পাই নাই! কানন! শান্তিভুমি তুমি বল্‌তে পার এখানে কি আমার বন্ধু আছেন? (কিঞ্চিৎপরে) কি বল্লে? নাই? কাননে নাই? ভুধরে নাই? অবনীতে নাই? জীবিতাশা নষ্ট হও!! মায়া!! সরে দাঁড়াও!! মিত্রশোক! প্রবল হও!! দেহ উদ্বন্ধনে!!———

অন্যস্বর নেপথ্যে। মিত্রগুণময়! কি কর? কি কর?—(নিরব)।

করুণাসুন্দরী। সবিস্ময়ে) এ আবার কি?

দ্যুমৎসেন। (স্থির ভাবে থাকিয়া) কোন ভয়ানক ঘটনা হবে!!- বনদেবি! কাকেও কি দেখ্‌তে পাচ্চ?

করুণাসুন্দরী। কাকেওতো দেখ্‌তে পাচ্চিনে!! কেবল শোকাবহ কথা গুলিই শোনা গেল!!

(দূরে সত্যবান, একজন সন্ন্যাসী, ভোলার প্রবেশ।)

(সত্যবানকে দৃষ্টে) সত্যবান একজন তাপস কুমারকে সঙ্গে করে আন্‌ছে।

ৎমৎসেন। বোধ করি সত্যবান এঘটনার কিছু দেখে থাক্‌বে।

(তিন জনের নিকটে আগমন।)

ৰুণাসুন্দরী। (তাপসকুমারকে দৃষ্টে) একি!! গুণময় যে?

ময়। সেই দীন বিপ্র সন্তানই!!

দ্যুমৎসেন। (সবিস্ময়ে) কি? সত্যশীল ভট্টাচার্য্যের পুত্র গুণময়? সত্যবানের সমপাঠী?

সত্যবান। পিত! কিঞ্চিৎ বিলম্ব হলেই ধরায় পরম বন্ধু বিহীন হতেম্!!

দ্যুমৎসেন। (সবিস্ময়ে) কেন?

সত্যবান। ইনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কর্চ্ছিলেন!!

দ্যুমৎসেন। গুণময়! এবুদ্ধি হলো কেন?

গুণময়। দেব! বিপক্ষ কর্ত্তৃক মিত্র সত্যবান এবং আপনারা রাজ্য-ভ্রষ্ট হয়ে কোথায় যে গেলেন; তখন তার কিছুই সন্ধান পেলেম্ না!! পরে মিত্রহীন হয়ে জীবন যন্ত্রণাধার বোধহতে লাগ্‌লো!! অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হলেম্!! যোগীবেশে নগর, ভূধর, কানন, প্রান্তর সাত বৎসর অন্বেষণ করেছি; তার পরে এই কাননে এসে অনেক স্থান অনুসন্ধান করে কোন সন্ধান না পেয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ কর্চ্ছিলেম্;——

সত্যবান। পিত! এমন সময় আমি এই ভোলার সঙ্গে আস্‌চি, দূরে থেকে রোদন ধ্বনি শুনে দ্রুতপদে এসে দেখি বন্ধু গ-লায় লতাবন্ধন দিয়ে ঝুলে পড়েন্ আর কি!! অম্‌নি এসে ক্রোড়ে ধারণ করে বন্ধুর লতা বন্ধন ছিন্ন করে দিলেম্!!

(আকাশে।)

মিত্রতা কমল ফুল ফুটেছে হৃদয়ে যার।
জীবন মরণ ভয় কখন কি থাকে তার॥

দ্যুমৎসেন। বৎস সত্যবান! তুমি ধন্য!! উপযুক্ত মিত্র পেয়েছ!! বৎস্য গুণময়! ধরাতে তুমিও বন্ধুর আদর্শ!! প্রকৃত প্রণয়

তোমাতেই আছে। বৎস্য! এই তরুমূলে বসে একটু বিশ্রাম কর।

(সকলের বৃক্ষতলে উপবেশন।)

দ্যুমৎসেন। বৎস সত্যবান্! কিছু আহারীয় পেয়েছ কি?

সত্যবান। পিত! আজ্ বহু কষ্টে কিছু কাষ্ঠ সংগ্রহ করে বিক্রয় করেছিলেম্, তাতে আপনাদের দুজনের যোগ্য খাদ্য ক্রয় করে এনেছিঃ আজ্ আর অধিক কাষ্ঠ সংগ্রহ কর্ত্তে পারি নাই; যা খাদ্যসামগ্রী এনেছি তা এই নিন্। (বস্ত্রের বন্ধন মোচন করিতে করিতে) আপ্নারা এইগুলিন পাক্ করে আহার করুন্, আমারজন্যে কিছু রাখ্বার আবশ্যক করে না।

(বস্ত্রের বন্ধন মোচন করিয়া সম্মুখে ধারণ।)

করুণাসুন্দরী। সত্যবান সে কি? যা পেয়েছ তোমরা কজনেই অংশ করে খেয়ো এখন; বরং আমি একদিন উপবাস করে থাক্তে পার্ব্বো।

সত্যবান। (সবিষাদে) মা! আপ্নার আর পিতার অনশন-জনিত কষ্ট কখনই সহ্য হবেনা; বরং মিত্রকে কিঞ্চিৎ আ-হারীয় দিয়ে আপ্নারা অবশিষ্ট আহার করুন্!! (গুণম-য়েরপ্রতি) মিত্র! এমন অদৃষ্ট করেও এসেছিলেম্? যে, অদ্য পরম বন্ধুর এবং জননীর উদরপূর্ণ করে আহার দিতে পাল্লেম্ না? ধিক্ এজীবনে!!!!!

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক অধোবদন।)

গুণময়॥ মিত্র! স্থির হও!! সুখ দুখ ললাট লিখন!! অদৃষ্টের কষ্ট কে খণ্ডাতে পারে? কাল অবধি আমিও তোমার সঙ্গে কাষ্ঠ কর্ত্তন কর্ত্তে যাবো! দুজনে কাষ্ঠ আহরণ কল্লেও কি চার্জনের আহারীয় যোগ্য মুল্য হবে না?

(আকাশে)

সুখে সুখী দুখে দুখী যেই জন হয়।
তারেইত মিত্র বলি, ধন্য গুণময় ॥

সত্যবান। মিত্র! মিত্রের কাছে কি এই সুখলাভ কর্ত্তে এলে?

গুণময়। মিত্র! মিত্রের ক্লেশের সময় কি যথার্থ মিত্রের সুখাশা করা উচিত? বরং ক্লেশের অংশ ভোগ করাই প্রকৃত মিত্রতার কাজ?

দ্যুমৎসেন। বৎস্য গুণময়! তোমাকে শত ধন্যবাদ!! এই বয়সে এত জ্ঞান উপার্জ্জন করেছ? আমি বয়োবৃদ্ধ বটে!! কিন্তু তুমি জ্ঞান বৃদ্ধ!! (দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগ পূর্ব্বক) হা ঈশ্বর! অদ্য একটী পরমাত্মীয় বিপ্রবালক অনাহারে থাকবে এও সহ্য কর্ত্তে হলো?

ভোলা। মুই কিছু পেচি মশা! তা তিন জনের খাবার বেশ হতি পারে। মোরা জন্ মজুর লোক; এক্ দিন না খালি থাক্‌তি পারি, আপ্‌নারা বড়লোক!! উপুশ করি থাক্‌তি পার্ব্বানা!! মোর্ কাছে যা আছে, এই কুর্‌পা করি লন। (বস্ত্র সমেত দেওন।)

দ্যুমৎসেন! আহা! আমাদের দুখে এই সামান্য লোকের মনেও দয়া উপস্থিত হয়েছে!!

করুণাসুন্দরী। ভোলা!

ভোলা। এগেগ মাঠারুণ্।

করুণাসুন্দরী। তুই তোর্ নিজের জন্যে খাবার রেখে অবশিষ্ট আমাদের ধরেদে!! কাল্ যদি সত্যবান্ কিছু বেশি আন্‌তে পারে তোর্ পাওনা তোকে দেব, আহা তুই গরিব!! কোথায় পাবি?

ভোলা। হইনা কেন গরিব মাঠাকুন্! মোরাতো খাটি খাতি পার্ব্বি? আর মুই আপ্‌নাদের চাকরের মদ্দি!! আপ্‌নাদের খেয়ে পরে এরাজি বরাবর আছি; এখন দুঃসময় মুই কিছু চাল্‌টা ডাল্‌টা দেলাম তা' আবার ফেরত লব? ও দুগ্‌গা! কত্তাময়শায়? আপনারা নেন্, এ আর দিতে হবে না।

দ্যুমৎসেন। (স্বগতঃ) আহা! এরাই যথার্থ সুখী!! সামান্য অবস্থাতেও দয়ায় হৃদয় পূর্ণ রয়েছে!! (ভোলার প্রতি প্রকাশ্যে) ভোলা! আজ্ একত্রেই রন্ধন হবে, তুইও এখানে আহার করিস্।

ভোলা। যে এগ্‌গে মশা! তবে ওগুলি সব ন্যান্।

দ্যুমৎসেন। তপস্বিনি! সকাল সকাল দুটি পাক্ করগে। সত্যবান, গুণময়, ভোলার অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে, আহারাদি কল্লে সুস্থ হবে।

করুণাসুন্দরী। আপ্‌নি এক্‌বার কুটির মধ্যে আসুন্, আমি পতি সাধন পূজাটী করে পাক্ করিগে।

দ্যুমৎসেন। তবে আমার হাত ধরে তোলো।

করুণাসুন্দরী। আসুন;——(হস্তধারণ পূর্ব্বক উত্তোলন।)

দ্যুমৎসেন। বৎস সত্যবান্! গুণময়! তোমরা স্নান করে এসে ঠাণ্ডা হয়ে বসো।

সত্যবান। আজ্ঞে! আমরা এই যাচ্ছি।

(করুণাসুন্দরী দ্যুমৎসেনের কুটির মধ্যে প্রবেশ।)

সত্যবান। ভোলা! তুইও স্নান করে আয়।

ভোলা। মুই তবে এট্টা চট্ করে ডুব্‌দে আসি।

(ভোলার প্রস্থান।)

সত্যবান। এসো মিত্র! আম্‌রাও স্নান করিগে।

গুণময়। চল বন্ধু!

(উভয়ের প্রস্থান।)

(ইতি প্রথম গর্ভদৃশ্য।)

সমবেত বাদ্য।

(যবনিকা পতন।)

দ্বিতীয় গর্ভ দৃশ্য।

(কানন।)

(বৃক্ষতলে সত্যবান আসীন।)

নেপথ্যে।

রাগিণী মারু।—তাল্ ঝাঁপ্তাল্।

তাপিল ঘোর ধরণীতল রবিকরে।
নীহার শোষিছে দহিছে জীবন ;———
বহিছে প্রভঞ্জন উষ্ণ ধূলিরাশি সহ ;-----
কুমুদিনী মুদিত, চাতককূজিত ;—
জলদে জলদে ঘন রব করে।—
অচল গহ্বরে নিকলি রসনা কেশরী—
উষ্ণতা কারণ ছাড়িছে নিশ্বাস ;—
মহিষ সদলে , পঙ্কিল জলে,
মগ্ন করি দেহ রহে তাপভরে !!!!!!!

সত্যবান। (বিষন্নভাবে স্বগতঃ) মিত্র গুণময়। তুমিই যথার্থ ...কে সখ্যতাগুণে বদ্ধ করেছ? জীবন দিতে উদ্যত !! বনবাসীর বন সহচর হলে, ক্লেশ ক্লেশ বোধ করনা !! আমার নিমিত্ত বনে বনে কাষ্ঠ কর্ত্তন করে বিক্রয় কর্চ্চ !! আমি তোমার নিমিত্ত কি কর্চ্চি? কিছু না !! কতকগুলি ক্লেশের ভার শিরে দিয়েছি। মিত্র! দোষ মার্জ্জনা কর, এ বন্ধু অসার !! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক।)

ওঃ!—পিত! বৃথা আপনার পুত্র জন্মেছি, কষ্ট মোচন কর্ত্তে পার্চ্চিনা? কোথায় রাজভোগ, না সামান্য আহারে জীবন ধারণ!! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) ওঃ!!—বিধি!!—জীবন যবনিকা পতিত হও!! (জানুপরি মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বিষণ্ণভাবে স্থিতি।)

নেপথ্যে। বনলতা! দাঁড়াও!! দাঁড়াও!!

পুনর্নেপথ্যে। ফুলবালা! এফলটী কেমন দেখ?

(ফুলবালা বনলতার সহিত সাবিত্রীর প্রবেশ।)

ফুলবালা। কৈ দেখি ভাই?

সাবিত্রী। এই দেখ কেমন ফুল!! (ফুলবালার হস্তে গোলাপফুল অর্পণ।)

ফুলবালা। বাঃ! বেশফল!! এসো তোমার খোঁপায় পরিয়ে দিই (খোঁপাতে ফুলদান।)

বনলতা। কেমন বন দেখেছ?

ফুলবালা। বনলতা থেকে আরো শোভা হয়েছে।

সাবিত্রী। এই একটি লতায় কেমন ফুল দেখ।

ফুলবালা। ভাল না!!

সাবিত্রী। কেন ভাই।?

ফুলবালা। কুঁড়ি যে।

বনলতা। কুঁড়িত বেশ?

ফুলবালা। না ফুটন্ত ভাল।

সাবিত্রী। ফুলবালা! তবে তুমিত কুঁড়ি; তোমাকে সকলে ভাল-বাসে কেন?

ফুলবালা। কুঁড়ি নয় ফুটেছি ; ভ্রমর যোটেনি বলে টের পাচ্চনা।

সাবিত্রী। তোমার কথায় পারা ভার !!

বনলতা। সখি ! কেমন গাছগুলি দেখ।

সাবিত্রী। ঐ সহকার তরুতে কেমন মাধবীলতা উঠেছে দেখ।

ফুলবালা। সখিও ঐ রকম সহকার পেলে ঐ রকম ওপরে উঠ্‌তেন।

সাবিত্রী। দেখ্‌লি বনলতা ! ফুলবালা আমাকে ঠাট্টা কর্চ্চে।

বনলতা। ওর্‌ কথা ছেড়ে দেও।

সাবিত্রী। ঐ দেখ ! কানন যোগীর বাসস্থান।

ফুলবালা। আবার বাঘ ভাল্লূকেরাও থাকে।

সাবিত্রী। কিন্তু শান্তিপূর্ণ !!

বনলতা। বাঘেরা মানুষ পেলে পেটের জ্বালা শান্তি করে বটে !!

সাবিত্রী। কিন্তু যোগের স্থান।

ফুলবালা। আবার রোগের জড় !!

সাবিত্রী। কেন ?

ফুলবালা। দিন কত বনে থাক্‌তে থাক্‌তে বুনো রোগ এসে ধরে, আর ঘরে থাক্‌তে ইচ্ছে করে না ; শেষে গেছো মেয়ে হয়ে পড়্‌তে হয়।

সাবিত্রী। তোমার সব কথাতেই তামাসা।

বনলতা। কেমন মৃদুল পবন বচ্চে !!

সাবিত্রী। (অকস্মাৎ সত্যবানের প্রতি নেত্র পতিত হওয়াতে স্থির দৃষ্টি)।

(আকাশে।)

স্থির নেত্রে রাজবালা কিবা কর দরশন।
নবীন তাপস নহে স্মর-শর সম্মোহন॥

ফুলবালা। সখি! ওকি ভাব? একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখ্‌চো?

সাবিত্রী। (বিস্মিৎভাবে স্বগতঃ) অপূর্ব্বমূর্ত্তি!! মদনের যোগী-বেশ!! (নীরব)

বনলতা। সখীর মুখে যে কথা নেই!! ভাব লেগেছে নাকি?

সাবিত্রী। বনলতা! এটি কি তপোবন?

বনলতা। কেন ভাই! কিসে অনুভব কল্লে?

সাবিত্রী। তাপসমূর্ত্তি!! চমৎকার তাপসমূর্ত্তি!! শান্তিদেব!!!

ফুলবালা। তাপসমূর্ত্তি? তবেত চমৎকার!! সিংহের পিতামহ!! দেখ্‌লে আঁতকে উঠ্‌তে হয়!!!

সাবিত্রী। সখি! আমি চাতুরি কর্চ্চিনা!! ঐ দেখ!—(সখীদ্বয়কে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাওন।)

সখীদ্বয়। (সত্যবানকে দৃষ্টে) আশ্চর্য্য!! আশ্চর্য্য!!

সত্যবান। (আস্যোত্তলনপূর্ব্বক সাবিত্রীকে দৃষ্টে বিস্মিৎভাবে স্বগতঃ) একি!!!! বনদেবী!!!

(আকাশে।)

নয়নে নয়নে ভাল হলো শুভ দরশন।
ভুলিল মানস রূপে টলিল তাপস মন॥

সত্যবান। (বিস্মিতভাবে স্বগতঃ) বিধাতার শিল্পিনৈপুণ্য!! প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি!! সুশীলতার আদর্শ!! আশ্চর্য্য!!

(আকাশে।)

তাপসহৃদয়ে প্রেম চারুহাসি হাসিল।
তাহাতে কুসুমশর ফুলশর হানিল॥

সত্যবান। (স্বগতঃ) যোগী মনে প্রেম? এ অবস্থায়!! উচ্চে আশা? দুর্ল্লভ বস্তুতে আশা!! মন! নিবির্ত্ত হও!! নয়ন! দৃষ্টিপরিবর্ত্তন কর। (অধোবদন)।

সাবিত্রী। অধোমুখে কি ভাব্‌ছেন দেখ ?

কুলবালা। মনে মনে রাজা হচ্ছেন।

সাবিত্রী। না সখি ! তাপসহৃদয়ে রাজ্যলোভ হতে পারে না।

ফুলবালা। পেলে বড় ছেড়ে কথা কন।

বনলতা। সখি ! আমি পরিচয় দিয়ে আস্‌বো কি ?

সাবিত্রী। উচিত !! নতুবা তাপসের অবমাননা হয়।

বনলতা। (তপস্বীর সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিয়া) প্রণাম !!

সত্যবান। (বদনোত্তলন করিয়া বনলতাকে দৃষ্টে) মঙ্গল হোক্ !! তোমাকে অপরিচিতার ন্যায় বোধ হচ্ছে। ?

বনলতা। আমি জয়ন্তি অধিপতি মহারাজ অশ্বপতির তনয়া সাবিত্রীর সহচরী, ঐ আমাদের রাজকুমারী দাঁড়িয়ে আছেন। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাওন।)

সত্যাবান। (সবিষাদে স্বগতঃ) আমি বনবাসী !!! আশা ! অনুরানলে দগ্ধ হও !!

বনলতা। এক্ষণে অনুমতি হয়তো আসি।

সত্যবান। আশ্রমে এসে আতিথ্যগ্রহণ না করা অনুচিত হচ্ছে। আমি বনবাসী !! বলতে সাহস হয়না, রাজবালা যদি আতীথ্য গ্রহণ করেন পরম বাধিত হই।

বনলতা। মহাশয় ! তবে এক্‌বার রাজ কুমারীকে জিজ্ঞাসা করিগে তিনি কি বলেন।

সত্যবান। আচ্ছা।

বনলতা। (সাবিত্রীর নিকটেগিয়া) রাজকুমারি ! নবীন তাপস তোমাকে আতিথ্য গ্রহণ কর্ত্তে বল্‌চেন যাবে কি ?

সাবিত্রী। না যাওয়া তাঁর অসম্মান করা হয়।

বনলতা। তবে চল।

সাবিত্রী। চল।

ফুলবালা। দেখ যেন গাঢ় প্রবাস করোনা ?

সাবিত্রী। দেখ দেখি বনলতা ! ফুলবালা আমাকে ঠাট্টা কচ্ছে, আমি তবে যাব না।

বনলতা। ওর কথায় কিছু মনে করোনা, তুমি চল।

ফুলবালা। আমার কথায় রাগ কল্লে ভাই।

সাবিত্রী। তুমি অমন করে ঠাট্টা কর কেন ?

ফুলবালা। তুমি তপস্বিনী হচ্চো কেন ?

সাবিত্রী। ও আবার কি কথা ?

ফুলবালা। কি কথা ? ফাঁদে পা দিলে টের পাবে ভাই !!

সকলে। (সত্যবানের সম্মুখে গিয়া প্রণামপূর্ব্বক দণ্ডায়মান।)

সত্যবান। মনস্কামনা পূর্ণ হোক্; দীন বনবাসীর আশ্রম, রাজবালার উপযুক্ত আসন নাই !! বল্‌তে সাহস হয় না !! স্বভাব সিদ্ধ তরুতলই তপস্বীর আসন, যদি অনুগ্রহ করে বসেন।

সাবিত্রী। (স্বগতঃ) কি মধুর প্রকৃতি !! কথাও তেমনি মধুর !!

(সকলে বৃক্ষতলে উপবেসন।)

সত্যবান। (স্বগতঃ) বিধাতা কি যত গঠন চাতুর্য্য এই অবলাতেই করেছেন ? ভুবন মোহিনী !! আবার আশা ? (সাবিত্রীর বদন প্রতি দৃষ্টি।)

সাবিত্রী। (লজ্জায় অধোমুখ)

(আকাশে।)

নমেলাজ্জাবতী লতা পরদৃষ্টি পরশনে।
প্রণয় বহ্নির শিখা ধিকি ধিকি জ্বলে মনে॥

সাবিত্রী। চল সখি !

বনলতা। মহাশয় ! আমরা এক্ষণে আসি।

সত্যবান। বল্‌বার কথা নাই; রাজকুমারীর যোগ্য অভ্যর্থনা কর্ত্তে পাল্লেম না, দোষ মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

সাবিত্রী! (স্বগতঃ) মন! বনে থাক; দেহ! গৃহে চল। (দীর্ঘ-নিশ্বাস)

বনলতা। আপ্‌নি আর অভ্যর্থনা কর্ব্বেন কি? আশীর্ব্বাদে সমস্ত হতে পারে।

সকলে। (প্রণাম।)

সত্যবান। সকলে সুখিনী হও।

সাবিত্রী। (স্বগতঃ) বিধির নির্ব্বন্ধ থাকে হব।

বনলতা। সখি! এসো তবে।

সাবিত্রী। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শিরাবনমন করিয়া) রসো সখি! চরণে বসন লগ্ন হয়েছে মোচন করি। (কটাক্ষে সত্যবানকে ঈক্ষণ।)

সত্যবান। নয়ন! আবার মোহিত? লাবণ্যময়ী চল্লো?——

ফুলবালা। সখি! বসন মোচন হয়েছে কি, না আরো জড়িত হলো?

সাবিত্রী। না সখি! হয়েছে, চল যাই।

ফুলবালা। এর মধ্যে?

বনলতা। কাজে কাজেই, দায়ে পড়ে।

(সাবিত্রী সলজ্জভাবে সত্যবানকে দেখিতে দেখিতে সখীদ্বয় সহ প্রস্থান।)

সত্যবান। (স্বগতঃ) স্বর্ণশারিকাত উড়ে গেল!! পিঞ্জর শূন্য!! শুষ্কতরু মঞ্জরিত!! শশী লক্ষান্তরে!! খর্ব্ব হস্তোত্তোলন কর্চ্চে!! পাবার আশাও নাই, যাবার ক্ষমতাও নাই!!

উপায়? মনানলে দগ্ধ !! তবে এখন? স্মৃতি নষ্ট হোক্ !! আশা লয় হোক্!! স্মর দগ্ধ হও !! (অধোবদনে চিন্তা।)

(আকাশে।)

সজল কমলনেত্রে কি ভাব তাপসবর?
কিসে স্থির হবে হৃদে বিঁধিয়াছে ফুলশর !!

সত্যবান। (সবিস্ময়ে আকাশদৃষ্টে স্বগতঃ) প্রকৃতি সঙ্গীত? আকাশে? (শিরাবনমন করিয়া) সত্য !! কুসুমশর হৃদে-বিঁধেছে !! কার? চারুনয়নার !! কুসুমকুমারীর !! স্মৃতি নষ্ট হয় না. ক্রমে উত্তেজিত, পাষাণে অঙ্কিত !! আশারো বৃদ্ধি !! (বিরষ বদনে চিন্তা)।

দূরে গুণময়ের প্রবেশ।

গুণময়। (সত্যবানকে চিন্তিত দৃষ্টে স্বগতঃ) এই যে মিত্র এখানে। (কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) আজ্ এভাবে কেন? (কিঞ্চিৎ পরে) ওঃ !! দারুণ চিন্তায় !! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) কে বলে দুর্লভ মানব জন্ম? এ যে দেখ্‌চি দুর্গতির আধার! (সত্যবানের সম্মুখীন হইয়া প্রকাশ্যে) মিত্র সত্যবান! এক্‌লা বসে কি ভাব্‌চো?

সত্যবান। (সচকিতে গুণময়কে দৃষ্টে।) গুণময়? মিত্র? এসো ভাই বসো !! (দীর্ঘ নিশ্বাস।)

গুণময়। (সত্যবানের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক) বন্ধো! অনুক্ষণ ভেবে আর কি হবে? সময়ের গ্রাস থেকে কেহই নিষ্কৃতি পায়না? জ্ঞান উপার্জ্জন করেছ? অত ব্যাকুল হলে কি হবে? লোকে প্রবাদ বাক্য বলে "যখন যেমন, তখন তেমন" জ্ঞানীলোক বিপদে কখন কাতর হয় না।

সত্যবান। সখে! তুমি যা বল্‌চো তা সত্য; কিন্তু চিন্তার গতি নিবারণ করা দুঃসাধ্য!! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক স্বগতঃ) এখনো ভুল্‌তে পারিনে!!

গুণময়। (সত্যবানের ভাবদর্শনে স্বগতঃ।) বন্ধুর আজ্‌ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি. অন্যমনস্ক!! যেন কোন প্রিয়বস্তু হারিয়েছেন বোধ হচ্চে!! (প্রকাশ্যে) মিত্র!—

সত্যবান। বন্ধু!—

গুণময়। একটী কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব কি?

সত্যবান। স্বচ্ছন্দে!! বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে বাধা কি?

গুণময়। না, একথা বল্‌বার তাৎপর্য্য আছে, যদি ভাই গোপন কর?

সত্যবান। (সবিস্ময়ে) মিত্র! আজ্‌ এমন কথা বল্‌চো কেন? তোমার কাছে কি কোন কথা গোপন করেছি?

গুণময়। না, তা কখন করনি, কিন্তু যদি নিগূঢ় কথাই হয়, তা হলেত গোপন কর্ত্তে পার?

সত্যবান। বন্ধু! আর বঞ্চনা করোনা!! কি জিজ্ঞাসা কর্ব্বে কর।

গুণময়। ভাল বন্ধু! আজ্‌ তোমাকে ভাবান্তর দেখ্‌ছি কেন বল দেখি?

সত্যবান। (কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া) মিত্র! তোমার কাছে গোপনের কিছুই নাই; কিন্তু বল্‌তে লজ্জাস্কর!! বনবাসীর অদ্ভূত আশা! শুনে কেবল উপহাস কর্ব্বে!!

গুণময়। মিত্র! যথার্থ মিত্র কি মিত্রের কথায় উপহাস করে? এ শঙ্কা তুমি ত্যাগ কর।

সত্যবান। নীরস ভুমিতে কি বীজ অঙ্কুরিত হয়?

গুণময়। তাতো হয় না।

সত্যবান। আমার তা হয়েছে অদ্ভুত না?

গুণময়। অদ্ভুত বটে!! কি করে হলো?

সত্যবান। এ অবস্থায় বলতে লজ্জা? এ অতি আশ্চর্য্য!!

সত্যবান। মিত্র!

নীরস হৃদয় মরু ছিল হে পণ্ডিত।
এবে তাহে প্রেম বীজ হলো অঙ্কুরিত॥

গুণময়। এ বীজ বপক কে?

সত্যবান। স্মর!!

গুণময়। বীজটী কি?

সত্যবান। ভুবনমোহিনী মুর্ত্তি!! মায়াময়ী অবলা!!——

হাসিতে হাসিতে বালা যোগাসনে আসিল।
স্মর তার রূপ বীজ যোগী হৃদে বপিল।

ধন্য স্মরের ক্ষমতা!! বপন মাত্রেই অঙ্কুরিত!! তাহে কটাক্ষ-বারি সিঞ্চিত!! আরো বর্দ্ধিত!! তাহে পরিচয় বহ্নিতেদগ্ধ!! তরুশুষ্ক!! আবার কটাক্ষ বারি!! তরু জীবিত!! অদর্শন ঝাটিকা!! তরু দোদুল্যমান!! আবার নিরাশা অনির্ণিত বায়ু!! তরু চঞ্চল!! (অধোবদনে)।

রাগিণী বেহাগ।—তাল একতালা।

একি আশা! তব, আশা অসম্ভব, কারে ভাব মিছে আর?
যে আশে এখন, হতেছে মগন; সে আশা অসার!!
হেরে শশধর, মনে আশাকর, গলে পর করে হার;
আছে লক্ষান্তরে, পাইবে কি করে, দুরাশা তোমার!!
লইয়া বাসনা, করেছ বাসনা, যাইতে সাগর পার;
হয়ে বনবাসী, হলে অভিলাষী, ভূপ তনয়ার!!

স্মৃতিদেবি ! এখনো অদৃশ্য হলে না ? মন্মথ ! যোগীর হৃদয় কি তোমার বাসস্থান হলো ? (গাত্রোত্থান করিয়া) যাক্ !! আশা দগ্ধ হয়ে যাক্ !! মানস ! পাষাণ তুল্য হও !!

[সত্যবানের প্রস্থান।

গুণময়। (স্বগতঃ) বন্ধু চিন্তিত !! এখন উত্যক্ত করা উচিত হয় না। ধন্য স্মর ! তোমার ক্ষমতা অদ্ভুত !!

[গুণময়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভ দৃশ্য।

যবনিকা পতন।

সমবেত বাদ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবাটীর অন্তঃপুর।

সাবিত্রীর শয়ন গৃহ।

(সাবিত্রী যোগিনীবেশে খট্টায় শয়িতা।)

সাবিত্রী। (নয়ন মুদিত করিয়া স্বগতঃ) কৈ ? আরতো অন্তরে দেখ্‌তে পার্চ্চিনে ? স্বপ্নদেবী! আবার এসো, নবীন তাপস-চ্ছবি হৃদয়ে আঁক !! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক নয়ন মোচন করিয়া) কিছুই ভাল লাগে না !! এই ক্রীড়া গৃহ নয়নের শূল বোধ হচ্চে !! পূর্ব্বেত এগৃহ আনন্দ বর্দ্ধন কর্ত্তো, আজ এরূপ বোধ হচ্চে কেন ?

(আকাশে।)

পবিত্র প্রণয় রসে মজেছে যাহার মন।
সকলি অপ্রিয় তার বিনা সেই প্রিয়জন ॥

পিতার মত হলোনা !! জননীরও সেইমতে মত !! ভেবেছেন অন্যের সহিত বিবাহ দেবেন !! (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) প্রেমময় ! যোগীবর ! তোমাকে কি সাবিত্রী বিস্মৃত হবে ? না, না. তা হলে যোগিনী বেশ ধর্ব্বে কেন ? প্রাণান্তেও ভুল্‌তে পার্ব্বে না !! (নিজবেশ দৃষ্টে) এই যোগিনী বেশ আমার বেশ ভাল বোধ হচ্চে !! (বামহস্তে বামগণ্ড রাখিয়া)

সে সুখের দিন মম হবে কি আমারি?
হইব তাঁহার আমি বন সহচরী॥
আবাস তরুতল, শয্যা হবে পর্ণদল,
পিয়িব ঝরণাজল পত্রঠোঙা ভরি।
বিধি কি করিবে তাঁর বন সহচরী?

পিত! তনয়ার প্রতি কি তোমার মমতা নাই? রাজ্য চাইনা, ঐশ্বর্য্য চাইনা, তপস্বিনী হব এই প্রার্থনা!! তাও আমার পূর্ণ কল্লে´ন না? (কিঞ্চিৎ পরে) ঋষির বাক্যে পিতার ভয় হয়েছে!! এইভয়!! আমি বিধবা হব!! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক) ললাট লিখন কে খণ্ডন কর্ত্তে পারে? তা বলে মনে যাঁকে বরণ করেছি তাঁকে কখন ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বো না!! সতী নামে কলঙ্ক? (শয়ন পূর্ব্বক) শয্যা, কণ্টক তুল্য বোধ হচ্চে, দেখি নয়ন মুদিত কল্লে´ তাঁকে দেখ্‌তে পাই কি না? (নয়ন মুদিত ক্ষণপরে নিদ্রাভিভূত)

বনলতার প্রবেশ।

বনলতা। (সাবিত্রীর যোগিনী বেশ দৃষ্টে) বাঃ!! এই যে গাছে না উঠ্‌তেই এক্‌ কাঁদি করেছেন!! (উচ্চৈস্বরে) ফুলবালা! ফুলবালা!———

নেপথ্যে ফুল। কেও বনলতা?

বনলতা। হ্যাঁ ভাই! শিগ্‌গির এক মজা দেখে যা!!

নেপথ্যে ফুল। আমি ভাই ফুলের হার গাঁথ্‌চি, এখন যেতে পার্ব্বনা

বনলতা। আর কার জন্যে গাঁচ্ছিস্‌ লো?

নেপথ্যে ফুল। কেন?

বনলতা। এদিকে যে স্বর্ণলতা সন্ন্যাসিনী হয়েছেন।

নেপথ্যে ফুল। সে কি?——

দ্রুতপদে ফুলবালার প্রবেশ।

(সাবিত্রীর বেশ দৃষ্টে) ওমা! তাইতো!! এই যে সন্ন্যাসিনী হয়েছেন!! এর মদ্দে এত? সবে এক্‌বার দেখেছেন বৈত না!!

বনলতা। বল্লে কি হয় ভাই!——"মনে মনে মিল্। লেগে গেছে খিল্॥" প্রেমের গতি কিছু বোঝা যায় না!! রাজ্‌বালা হয়ে সন্ন্যাসিনী হচ্চেন দেখ না!!

ফুলবালা। রাজকুমারীকে যোগিনী বেশে বেস্ দেখাচ্চে!!

বনলতা। ভাই! আমার মনে এক ভয় হচ্চে!!

লবালা। ভয় কিসের?

বনলতা। রাজবালার যে ভাব দেখ্‌চি, এতে কখন তাপসের আশা ত্যাগ কর্ত্তে পার্ব্বে না। এদিকে রাজারাণীর মত নেই, এক্‌টা অমঙ্গল ঘটনা না হলে হয়!!

ফুলবালা। রাজারাণীর মত নেই কেন?

বনলতা। ভাই! পূর্ব্বে মত হয়েছিল, একদিন নারদঋষি এসে যে কি বল্লেন, তাতে মহারাজের মত হলোনা, তাইতে রাণীরও মত হলো না।

ফুলবালা। আমি এক্‌বার মহারাণীকে ডেকে আন্‌বো?

বনলতা। কেন?

ফুলবালা। তিনি প্রিয়সখীর এবেশ দেখ্‌লে বোধকরি মত দেবেন।

বনলতা। একথা মন্দনয়; তাঁকে এক্‌বার ডেকে আন।

ফুলবালা। আমি তবে যাই।

(ফুলবালার প্রস্থান।)

সাবিত্রী। (স্বপ্নাবস্থায়) আমি প্রাণ্ থাক্‌তে আপ্‌নাকে ছাড়্‌তে পার্ব্বো না!!

বনলতা। (সবিস্ময়ে) একি !! স্বপ্নে দেখ্‌চেন না কি ?

নেপথ্যে রাণী। ফুলবালা! সত্য কি ?

ফুলবালাসহ রাজমহিষীর প্রবেশ।

ফুলবালা। (সাবিত্রীকে দেখাইয়া) ঐ দেখুন্‌না ; সত্য না মিথ্যে !!

রাণী। (সাবিত্রীর বেশ দৃষ্টে) তাইতো !! মা আমার যে এই যোগিনী সেজেছেন !! (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) ফুলবালা ! তুই এক্‌বার মহারাজাকে ডেকে আন্‌তো।

ফুলবালা। এই আমি যাই।

(ফুলবালার প্রস্থান।)

রাণী। (সখেদে) বনলতা! বিধাতা আমার সাধ পূর্ণ কল্লে́ন না ; সাবিত্রী কোথা রাজরাণী হবে, না সন্ন্যাসিনী হতে হলো ?

বনলতা। মহারাণী ! যথার্থই কি বনবাসীর ছেলে।

রাণী। বাছা! তা নয় !! বড় ঘরোয়ানা বটে !! অবন্তিদেশের অধিপতি মহারাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র, নাম সত্যবান।

বনলতা। (সবিস্ময়ে) অঁা !! মহারাজ দ্যুমৎসেনের পুত্র ? তাঁর এদশা হলো কেন ? আপ্‌নি কি করে পরিচয় পেলেন ?

রাণী। নারদ ঋষি এসে মহারাজের কাছে বলেছেন। দ্যুমৎসেন রাজের বৃদ্ধাবস্থা হতে বিপক্ষ এসে রাজ্য হরণ করে নিলে, তাই প্রাণভয়ে রাজরাণী সন্তানটী সঙ্গে করে বনে এসে বাস কর্চ্ছেন।

বনলতা। (সবিষাদে) আহা ! কি কষ্ট !! অতবড় রাজা হয়ে শেষে তাঁর এই হলো ?

রাণী। বাছা! সময় মন্দ হলে সকলি হয়।

বনলতা। আচ্ছা মহারাণী! যদি সত্যবান রাজকুমারই জান্তে পেরেছেন, তবে প্রিয়সখীর সঙ্গে বিবাহ দিতে অমত কর্চ্চেন কেন?

রাণী। বাছা! আমার সাবিত্রীর কপালগুণে সুপাত্রই জুটে ছিল; নারদ ঋষির মুখে এক সর্ব্বনেশে কথা শুনে তাতেই মত দিইনে।

বনলতা। কি কথা রাজমহিষি!?

রাণী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) নারদ ঋষি বলেছেন, সত্যবানের আর এক বৎসর বই পরমায়ু নাই।

বনলতা। (সবিস্ময়ে) তাইতো!! কি সর্ব্বনাশ!! প্রিয়সখী এসব শুনেছেন তো?

রাণী। শুনেছে; শুনেই মত ফেরে নি।

সাবিত্রী। (নিদ্রাভঙ্গে রাণীকে দৃষ্টে ত্রাস্তভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) একি!! মা এসেছেন? আপনি কতক্ষণ এসেছেন? (অবরোহণ)

রাণী। এই কতক্ষণ এসেছি মা? তোমার শরীর অসুস্থ থাকেতো ঘুমোও।

সাবিত্রী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক) না মা আর ঘুমোবো না!! (বেশদৃষ্টে সলজ্জভাবে রাণীর পার্শ্বে উপবেশন।)

রাণী। মা সাবিত্রি! অমন জড়শড় হয়ে বসেছ কেন? আমার কাছে এসে বসো। (সাবিত্রীর হস্ত ধরিয়া নিকটে গ্রহণ) আহা! মুখখানি একেবারে শুকিয়ে গেছে। মা! আর ভেবোনা, শেষে কপালে যা থাকে তাই হবে, সত্যবানের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেব।

(ফুলবালার সহিত মহারাজের প্রবেশ।)

রাণী। (মহারাজকে দৃষ্টে) এই যে মহারাজ এসেছেন, আসুন।
(ত্র্যস্তভাবে দণ্ডায়মান।)

সাবিত্রী। (ত্র্যস্তভাবে উঠিয়া) পিত! প্রণাম হই। (রাজাকে প্রণাম।)

রাজা। চিরসুখিনী হও। (বেশ দৃষ্টে) একি? যোগিনীর বেশ যে? বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাতে পারে? (প্রকাশ্যে রাণীরপ্রতি) মহিষি! আমার সাবিত্রীর বিবাহ সত্যবানের সহিত দেওয়াই কর্ত্তব্য বোধ হচ্চে।

রাণী। এই কথা বল্‌বার জন্যেই আমি আপ্‌নাকে ডাকিয়েছি।

রাজা। তা আর বল্‌তে হবে না, আমি বিহিত বিবেচনা করে সত্যবানকে অবশেষ সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্রই স্থির কর্ল্লেম। মহর্ষি নারদও আজ্‌ আমাকে এই কথা বলে গেছেন। মহিষি! চল এক্‌বার তোমার মহলে যাই; বিশেষ গোটা-কত কথা আছে।

রাণী। চলুন। (গাত্রোত্থান করিয়া সখীদ্বয়ের প্রতি) বনলতা! ফুলবালা! তোরা আমার সাবিত্রীকে এক্‌টু ভাল করে যত্ন করিস্‌।

বনলতা। দেবি! আম্‌রা কি সখীকে অযত্ন করি?

রাণী। না অযত্ন করিস্‌নে জানি। আমার সাবিত্রীর শরীর অ-সুস্থ আছে বলেই একথা বল্লেম্‌।

[রাজা এবং রাণীর প্রস্থান।

ফুলবালা। (সহাস্যে) সখি! এখন আর চাও কি?—" এখন মিল্লো ভাল বর। মনের মত রসিক পুরুষ ন্যাংটা দিগম্বর॥"

পর্‌বে গাছের বাকল, ঘুঁট্‌বে সিদ্ধি!! খাবে কল মূল!! শোবে গাছের তলায়!!

সাবিত্রী। ভাই! তাই আমার ভাল বোধ হচ্চে, মনের সুখই সুখ।

বনলতা। প্রিয়সখি! হরিণ মার্ত্তে পার্ব্বে?

সাবিত্রী। কি করে?

বনলতা। ফাঁদ পেতে!

সাবিত্রী। ফাঁদপাত্‌বো কি, নিজেই যে ফাঁদে পড়ে গেছি।

ফুলবালা। ভাই! সেই বনেইতো বলেছিলেম, "ফাঁদে পা দিচ্চ; টের পাবে" কেমন এখন সে কথা মিল্লো?

সাবিত্রী। তখন বুঝ্‌তে পারিনি, তার পর টের্‌ পেয়েছি।

বনলতা। ভাই! বে না—হতে আগে থাক্‌তেই যোগিনী সেজেছ?

সাবিত্রী। শেষে সাজ্‌তেই তো হবে। আচ্ছা বনলতা! মা হঠাৎ আমার ঘরে এলেন কেন?

বনলতা। ফুলবালা ডেকে এনেছে।

সাবিত্রী। ও ত সামান্যি মেয়ে নয়!! আমি বড় লজ্জায় পড়ে ছিলেম্‌।

ফুলবালা। বড় মন্দ কাজ্‌টা করেছি কি না? "যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর,, এ বিচার মন্দ নয়!!

সাবিত্রী। ছি ভাই! রাগ কর্ল্লে?

ফুলবালা। কাজেই!! তোমার যোগিনী বেশ না দেখ্‌লে কি মহিষীর মত হতো?

সাবিত্রী। আমার মাথা খাস্‌!! তুই ভাই রাগ করিস্‌ না; বড় লজ্জা পেয়েছি বলেই ও কথা বলেছি।

ফুলবালা। ওকি ভাই! মাথার দিব্বি দেও কেন? আমি তামাসা কর্চ্চি বলে সত্যি সত্যিই রাগ করেছি ঠাওরাচ্চ?

সাবিত্রী। আমার বোধ হলো যথার্থই রাগ করেছিস্ ?

নেপথ্যে। নাত্নি লো !——

বনলতা। ভাই ! বড় মজা হয়েছে !! ঠান্দিদী আস্চে !! ওঁরে নে একটু মজা করা যাবে। (উচ্চৈঃস্বরে) ঠানদিদী ! এদিকে এসো।

নেপথ্যে ঠান্দিদী। কেলো বনলতা !

বলি, বোল্বো দুটো রসের কথা !——
নাত্নী কোথা ?——

(ঠান্দিদীর প্রবেশ।)

ফুলবালা। ঠান্দিদী ! এই যে তোমার নাত্নী যোগিনী সেজে বসে আছেন।

ঠান্দিদী। (সবিস্ময়ে) বলিস্ কিলো? সত্যি নাকি ? (সাবিত্রীকে দৃষ্টে) ওমা তাইতো !! কোথা যাবো ?——

এই নতুন্ কমল্ রসে টল্ টল্ আদফুটানো কুঁড়ি।
এরি মধ্যে ঘোঁটনা হাতে নিচ্চে নবীন ছুঁড়ি ?

তবে আমাদের দশা কি হবে ?

সকলে। (হাস্য)

সাবিত্রী। (সহাস্যে) ঠান্দিদী না হলে মজার কথা শোনা যায় না !! বসো ঠান্দিদী ! বনলতা ! ঠান্দিদীকে একখান আসন দেনা ভাই !

বনলতা। (আসন দিয়া) ঠান্দিদী ! বসো।

ঠান্‌দিদী। (আসনে বসিয়া) নাত্‌নি! আর্ আমার্ কাছে মজার কথা শুন্‌বে কি?——

এখন্ নুইয়ে গেছে মাজা, রসের পাব্‌ড়ি গেছে খসে।
নাত্‌নি! সময় পেয়ে, মাজার ভেতর মজা গেছে বসে!!

আর কি মজা আছে? এখন্ মজাতো তোদের।

ফুলবালা। (সহাস্যে) আমাদের কিসে ঠান্‌দিদি?

ঠান্‌দিদী। নয় বা কিসে?——

সদাই টাট্‌কা চাকে টাট্‌কা রসে আট্‌কা থাকে অলি।
সাধ্ করে কি পোয়াবারো তোদের এখন্ বলি॥

আম্‌রা হলেম্ বাসিফুল, ভ্রমর বসা দূরে থাক্ শাড়াও দেয় না!!

সাবিত্রী। ঠান্‌দিদী! এ বয়সে একটা বিয়ে কর্ব্বে?

ঠান্‌দিদী। ইচ্ছেত করে পাই কই? একটা আদ্‌টি যা ছাঁট্‌ছুট বনে বাড়াতে পড়ে থাক্‌বে তার্ ওপরও তোরা নজর দিবি, কাজেই তোদের জ্বালায় আমাদের ভীম একাদশী কর্ত্তে হচ্চে!!

সকলে। (হাস্য)

ঠান্‌দিদী। নাত্‌নি! একটা কথা ঠিক করে বল্ দেখি?

সাবিত্রী। কি ঠান্‌দিদী?

ঠান্‌দিদী। বলি;——

বনে বনে ভাতার্ দেখ্‌লি, মনে দিলি মালা।
ঠিক্ করে বল্ দেখ্‌তে কেমন্ হয় সে শালা?

সাবিত্রী। (লজ্জায় অধোবদন)

ফুলবালা। (সহাস্যে) ঠান্‌দিদী! বেশ্ কথা জিজ্ঞাসা করেছ? (সাবিত্রীর প্রতি) বলনা কেন ভাই! মাথা হেঁট করে রৈলে কেন?

বনলতা। ঠান্‌দিদী! সখীর হয়ে আমিই বল্‌চি, দিব্বি দেখ্‌তে!!

ঠান্‌দিদী। বটে?—ভাগ দিতে হবে বলে শালী কথা কর্চ্চনা? এখন কথা কও আর নাই কও——

বাসর ঘরে যখন্ আমি বস্‌বো জেঁকে গিয়ে।
দেখ্‌বো কেমন্ আমায় ফেলে তোকে করে বিয়ে?

সাবিত্রী। ঠান্‌দিদী! সেই বেশ কথা।

ঠান্‌দিদী। তা শালী খাতিজ্জমায় আছে; জানে ওকে ফেলে আমাকে নেবেনা—নবীন বয়েস রূপের ডালি। তা দেখে কি ফেরে অলি?—আম্‌রা বুড়ো হাব্‌ড়া আমাদের নজরে ধর্ব্বে কেন? মাইরি!! শালী কিরূপই পেয়েছে!!

সাবিত্রী। ঠান্‌দিদী! দেখে হিংসে হলো না কি?

ঠান্‌দিদী। হবেনা বলিস্ কি? তুই আমার সতীন!!——

বাসর ঘরে রসিকতার তল্‌পি দেব ঝেড়ে।
সতীন্‌লো তোর্ কোলের ভাতার গুণে নেব কেড়ে॥

কেমন্ করে ভাতার্ আট্‌কে রাখিস্ দেখ্‌বো!!

সাবিত্রী। মিছে না ঠান্‌দিদী! তোমাকে যার্ আমাদেরি ছাড়্‌তে ইচ্ছে করে না, সেত পুরুষ মানুষ।

ঠান্‌দিদী। নাত্‌নি! আজ্ তবে আসি ভাই, সন্ধ্যা হলে বুড়ো মানুষ কোথায় পড়ে টড়ে মর্ব্ব!!

সাবিত্রী। ঠান্‌দিদী নমস্কার হই।

ঠান্‌দিদী। জন্ম এয়োস্ত্রী হও।

সাবিত্রী। কুলবালা! ঠান্‌দিদীকে একটু এগিয়ে দেনা ভাই।

কুলবালা। চল ঠান্‌দিদী!

ঠান্‌দিদী। আয় ভাই! এই শিঁড়িটে দেখিয়ে দে।

[ঠান্‌দিদী ও কুলবালার প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভ দৃশ্য।

যবনিকা পতন।

সমবেত বাদ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

দ্বিতীয় গর্ভ দৃশ্য।

বাসর ঘর।

(সাবিত্রী সত্যবান ও সখীদ্বয় আসিনা।)

ফুলবালা। ঠাকুর্জ্জামাই !

সত্যবান। কেন ভাই ?

ফুলবালা। ঠাকুর্ঝিকে মনে ধরেছে তো ?

সত্যবান। না উপ্‌চে পড়েছে ; অত রূপ গুণ কি এই ক্ষুদ্র মনে ধরে।

বনলতা। বাঃ ! এই যে রসিকতাও জান যে ? আমরা ভেবে-ছিলেম্ কেবল বুনো।

সত্যবান। আমার অদৃষ্টে বনছাড়া হয় না।

ফুলবালা। কেন ভাই ?

সত্যবান ! এই দেখনা, গহন বন থেকে উপবনে এসে পড়েছি।

বনলতা। মন্দ নয় !! সাধে কি বলি জঙ্গুলে. এই বাসর ঘর তোমার উপবন বোধ হলো বুঝি ? তোমার সঙ্গে কথা কইতে ভাই ভয় হয় !! শেষে আরো কি খেয়াল্ দেখ্‌বে ?

সত্যবান। একি খেয়াল্ হলো ? উপবন্ না হলে এত লতা ফুল থাক্‌বে কেন ?

ফুলবালা। লতা ফুল আবার কোথায় দেখ্‌লে?

সত্যবান। কেন ফুলবালা আর বনলতা। তবে এটী উপবন নয় কিসে?

বনলতা। এ কথা বল্‌তে পার বটে; এতে আম্‌রা হেরেছি।

ফুলবালা। ঠাকুঝি! তোমার মনে বুনো মানুষ ধরেছেতো?

সাবিত্রী। (স্বগতঃ) তা না হলে যোগিনী সেজেছিলেম্‌ কেন?

ফুলবালা। শোন ঠাকুর্জ্জামাই! ঠাকুঝি তোমার জন্যে যোগিনী পর্য্যন্ত সেজেছিলেন।

সাবিত্রী। (লজ্জিতভাবে) না না আমি একথা বলিনি।

ফুলবালা। এই বল্লে আবার বল্‌চো না?

বনলতা। আচ্ছা ঠাকুর্জ্জামাই ঠাকুঝিকে বনে নে যাবে?

সত্যবান। সে তোমার ঠকুঝির ইচ্ছা।

ফুলবালা। হ্যাঁ ঠাকুঝি। তুমি কি বনে যাবে?

সাবিত্রী। (মৃদুস্বরে) বনেই মনের সুখ।

বনলতা। ঠাকুর্জ্জামাই! তুমি ভাই কি গুণ জানো? এক্‌বার দেখা দিয়েই রাজ্‌বালার মন বনে বেঁধে রেখেছ? নৈলে ঠাকুঝির মন কেবল বনের দিকেই টল্‌বে কেন?

সত্যবান। আমি যা গুণ কর্ত্তেম্‌, তোমার ঠাকুঝি এক আগুন জ্বেলে দিয়েই সব দোষ সেরে দিয়েছেন।

ফুলবালা। এটী ভাই তোমার মন গড়া কথা, ঠাকুঝি আবার বনে কখন আগুন জ্বাল্‌লেন? আম্‌রাত সঙ্গে ছিলেম্‌, আগুন টাগুন জ্বালা দেখ্‌তে পাইনি। হ্যাঁ বনলতা! তুই দেখ্‌তে পেয়েছিস্‌?

বনলতা। না ভাই! আমিতো দেখ্‌তে পাইনে; ওটি ঠাকুর্জ্জামায়ের উলটো চাপ।

সত্যবান। উলটো চাপ নয়, তোমার ঠাকুঝি বনেতো আগুণ জ্বালেন নি।

ফুলবালা। তবে কোথায় ভাই ?

সত্যবান। মনে।

বনলতা। মনে কি রকম আগুণ জ্বেলেছেন ?

সত্যবান। কটাক্ষ অগ্নি !! তাতেই মন্ত্র তন্ত্র পুড়ে গেছে, এমন্ কি আমার দেহ পর্য্যন্ত দগ্ধ হচ্ছিলো।

ফুলবালা। হ্যাঁ সখি! সত্য নাকি ?

(ঠান্‌দিদীর প্রবেশ।)

ঠান্‌দিদী। বলি; নতুন মানুষ ছিলে বনে। এই এসেছি নতুন "কনে"—দেখ ধরে কিনা মনে ?

বনলতা। (সহর্ষে) এই যে ঠান্‌দিদী এসেছেন, ঠান্‌দিদী! তোমার জন্যে এতক্ষণ আমরা ভাবছিলেম্, বলি ঠান্‌দিদীও এলোনা, আসরো জমে না। ঠাকুর্জ্জামাই বড় রসিকতা কর্চ্চেন।

ঠান্‌দিদী। (সত্যবানের সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক) বলি ওহে বুনো মানুষ !——

দেখি তোমার রসিকতা কেমন্ শেখা বনে।
ঠিক্ করে বল দেখি কোনটী ভাল "কণে"।

সত্যবান। (মৃদুহাস্যে) ঠান্‌দিদী ! তুমিই।

ঠান্‌দিদী। (সাবিত্রীর প্রতি) দেখ্‌লো শালী।——

রূপ দেখেই নাগর খুণ।
এখনো করিনে গুণ্।

সত্যবান। (মৃদুহাস্যে) ঠান্‌দিদীর আবার গুণ জ্ঞানও আসে নাকি?

ঠান্‌দিদী। আসে বৈ কি; না হলে নাগর ভোলাই কি করে?

নাইক ঠাট্ ঠমকের বেশী জমক্ বয়সের ঠিক্ নাই।
ঠ্যাকারে কেউ চায় না ফিরে টোট্‌কা করি তাই॥
তোমরা এখন্ নতুন্ ছোক্‌রা নতুনে যাও ভুলে।
দেখেই অমনি টাউরে পড় ঠাউরে নেওনা মূলে॥
চটক্ দেখেই ভুলে যাও তাইতে কর মাটি।
ও শালিত পালো দেওয়া আমি তোমার খাঁটি॥
হয় না হয় খেয়ে নেও।

সকলে। (হাস্য)।

সত্যবান। (সহাস্যে) ঠান্‌দিদী! আর খেয়ে নিতে হবে না, রংয়েই টের পাওয়া গেছে।

ঠান্‌দিদী। আমি মনে করেছিলেম্ তুমি রং চেন না? এই যে চেন দেখ্‌চি!!——

আচ্ছা বল দেখি ভাই!—বনে প্রেম্ কি ভাল?

সত্যবান। ঠান্‌দিদী! আমি বলি ভাল।

ঠান্‌দিদী (সহাস্যে তাই বুঝি ভাই বনে প্রেম করেছ?

সত্যবান। (সলজ্জ বদনে) ঠান্‌দিদী! এবার আমায় বড় ঠকিয়েছ!! আমি আগে তোমার তামাসার কথা বুঝ্‌তে পারিনে। বন-বনই মনে করে ছিলেম্।

ঠান্‌দিদী। বলি আমিই কোন্ মন্দ কথা বল্‌চি? বোনিত বল্‌চি (হাস্য)

ফুলবালা। (সহাস্যে) কেমন ঠাকুর্জ্জামাই! এবার আর আমাদের পাওনি? এখন ঠান্‌দিদাকে ঠকাও?

সত্যবান। সাবিত্রী কেমন বন দেখ ?

সাবিত্রী। হাঁ নাথ! মনোহর বটে !! এতে যেন ঈশ্বরের মহিমা প্রত্যক্ষ প্রকাশ কচ্চে।

সত্যবান। এই একটি সহকার তরুতে নবকিসলয় হওয়াতে কেমন শোভা হয়েছে দেখ ?

সাবিত্রী। মৃদু মৃদু বায়ুতে কিসলয় গুলি দোলাতে আরো মনোহর বোধ হচ্চে।

সত্যবান। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) এদিকে দেখ ! কেমন সরল শাল তরুগুলি উঠেছে ; শাখা প্রশাখা অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়াতে এ স্থানটীর গম্ভীরতা প্রকাশ কচ্চে !!

সাবিত্রী। নাথ ! এদিকে দেখুন !! এদিকে দেখুন !! বন্যলতায় কেমন্ একটি ফুল্ ফুটেছে !!

সত্যবান। বাঃ ফুলটী বেশ্ মনোহর !! কিন্তু তুমি নিকটে থাকাতে কুসুমের সৌন্দর্য্য মলিন হয়েছে !!

সাবিত্র। আপ্নি আমাকে এম্নিই ভাল বাসেন বটে !!

সত্যবান। চারুশিলে ! এম্নি অদৃষ্ট কোরে এসেছিলুম্ যে, তোমাকে এক দিনের জন্যে সুখী কর্ত্তে পাল্লেম্ না। সুশিলে ! আমাকে পাণিদান করে তোমার ক্লেশের এক শেষ হয়েছে।

সাবিত্রী। নাথ ! ও কথাগুলি শুন্‌লে আমার বড় দুঃখই বোধ হয় !! আপ্নি এত কষ্ট সহ্য কচ্চেন সে কি কষ্ট নয় ? আমিই কি এত সুখিনী ? এই সামান্য কষ্টেতে আমার কষ্টবোধ হবে।

সত্যবান। প্রিয়ে ! আমরা পুরুষ, আমাদের কষ্ট সহ্য হয় !! তোমরা সহজে অবলা !! কাজেই এ কথা বলেছি।

সাবিত্রী। নাথ ! তাও জানবেন আমরা ক্ষত্রিয় তনয়া !! জীবনকে সামান্য জ্ঞান করি !! পতিই আমাদের জীবন !! দৈহিক ক্লেশকে ক্লেশ বোধ করি না, পতির ক্লেশ আমাদের মরণ তুল্য বোধ হয়।

সত্যবান। ধন্য পতিব্রতে ! আমি বহু পূণ্যবলে তোমাকে জায়া রূপে পেয়েছি।

সাবিত্রী। নাথ ! ও প্রকার কথা বল্লে দাসীকে অপরাধিনীকরা হয়, বরং আমারই পুণ্যের জোর্ বল্‌তে হবে।

সত্যবান। সাধে কি প্রিয়ে তোমাকে মধুরভাষিনী বলি ?

সাবিত্রী। নাথ ! প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো ; আর দূর বনে যাবেন না। এই স্থানেই কাষ্ঠ আহরণ করুন্।

সত্যবান। সুলোচনে ! এ স্থানে আহরণ যোগ্য কাষ্ঠ নাই, কিঞ্চিৎ অগ্রে অধিক পাওয়া যাবে চল।

সাবিত্রী। চলুন।

সত্যবান। (কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করিয়া) সুশিলে ! তুমি এই তরুতলায় দাঁড়াও। ঐ চন্দন তরুর এক্‌টী শাখা শুষ্ক দেখ্‌চি, বৃক্ষে আরোহণ করে ঐটি আমি কর্ত্তন করি।

সাবিত্রী। একটু সাব্‌ধানে উঠ্‌বেন।

সত্যবান। তার কোন চিন্তা নাই। (অন্তরালে গমন পূর্ব্বক ক্ষণ পরে কাতর বচনে) সাবিত্রি ! আমি আর কাষ্ঠ কর্ত্তন কর্ত্তে পার্চ্চি না, আমার অত্যন্ত শিরপীড়া হয়েছে !!

সাবিত্রী। (ত্রাস্তভাবে) তবে শীঘ্রতরু থেকে নাবুন্। (সত্যবানের নিকটে গমন)

সত্যবান। (সাবিত্রীর স্কন্ধে হস্ত দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক) সুশিলে ! আমাকে অত্যন্ত কাতর করে তুল্লে !! আর দাঁড়াতে পার্চ্চিনে !!

সাবিত্রী। (ত্রাস্তভাবে) আমার উরু-দেশে মাথা দিয়ে এই স্থানে বিশ্রাম করুন্। আমি অঞ্চল দিয়ে আপ্‌নাকে বাতাস কর্চ্চি, তা হলে একটু কষ্ট নিবারণ হবে !! (সাবিত্রীর উপবেশন; সাবিত্রীর উরুতে মস্তক রাখিয়া সত্যবানের শয়ন, সাবিত্রী অঞ্চলদ্বারা সত্যবানকে ব্যজন।)

সত্যবান। (কাতরস্বরে) পতিব্রতে! আমার প্রাণ কেমন কর্চ্চে !! উঃ!—যাই যে !!—আঃ !!——

সাবিত্রী। (সজলনেত্রে) একটু নয়ন মুদিত করে থাকুন, তা হলে কষ্টের কিঞ্চিৎ লাঘব হবে !! (সত্যবানের বদন বিবর্ণ দৃষ্টে স্বগতঃ) এইত সেই ভয়ানক সময় !! দেখি নাথ কি করে আমাকে ফাঁকি দেন! (সত্যবানের বদন প্রতি সতেজ দৃষ্টি)।

সত্যবান। (ভঙ্গস্বরে) সা—বি—ত্রী!——প্রি—সি!——(মৃত্যু)।

সাবিত্রী। (সত্যবানকে কোলে করিয়া সরোদনে) নাথ! আর্য্য পুত্র! যাও কোথা? তোমার সাবিত্রী তোমার কাছে বসে ফেলে যাও? নিষ্ঠুর! পাষাণ! দয়া মায়া নাই? এই গহন কানন !! আমি অবলা বালা একাকিনী!—পরিত্যাগ করে যাও !! জীবিতেশ্বর! হৃদয়বল্লভ! প্রাণপ্রতিম! উত্তর দেও না? সাবিত্রী (শ্বাপদ ভয়ে শঙ্কিতা) উত্তর দেও না? রজনী !! ঘোর অন্ধকার !! জায়া কাতর স্বরে ডাক্‌চে !! উত্তর দেও না? বঞ্চক! পত্নীকে বঞ্চনা করে গেলে? তাতে কি সুখী হবে? থাক, সুখে থাক !! আমি ক্রন্দন কর্ব্ব? তুমি দেখা দেবেনা? চিরকাল ক্রন্দন কর্ব্ব? এই তোমার সুবিচার? কি দোষে পতিত্যাগ করে যাও? কখন কি অশ্রদ্ধা করেছি? কখন কি আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি? তবে আমাকে ত্যাগ করে যাও কেন? (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সাবিত্রী জীবন! এই কি ভাল বাসার চিহ্ন? হৃদয়নাথ! জীবনসর্ব্বস্ব! এই যে কথা কচ্ছিলে? নিরব? কথা কবে না? অভিমান? (অঙ্গে হস্ত দিয়া সবিস্ময়ে) একি অঙ্গ এত শীতল কেন? তবে কি মৃত্যু? ঋষিবাক্য সত্য? সাবিত্রী বিধবা হলো? কি পাপে সাবিত্রী বিধবা? জ্ঞানাবধিত কোন পাপ করিনে? তবে কি যমের অবিচার? সুখী দীপ

নির্ব্বাণ? জন্মের মত নির্ব্বাণ? আর প্রজ্জ্বলিত হবে না? চির অন্ধকারে!! গাঢ় অন্ধকারে!! ঘোর গাঢ় দুঃখ অন্ধকারে সাবিত্রী কর্ম্মভূমে যন্ত্রণা ভোগ কর্ব্বে? আর কখন সুখালোক দর্শন কর্ব্বে না? ধর্ম্মরাজ!! এইকি তুমি আমার পক্ষে যথার্থ বিচার করেছ?——

করম ভূমেতে, থাকিয়া জীবিত,
সব চিরকাল বৈধব্য জ্বালা।
এই কি শমন, ভাবিয়াছ মনে,
সাবিত্রীকে কোরে বিধবা বালা?
হয়ে অনাথিনী, বিরহ যন্ত্রণা
সহিব দেহেতে, ভুগিব ক্লেশ।
করিয়াছ স্থির, এই সাবিত্রীর,
আতঙ্কে পূর্ণিত হৃদ্ দেশ?
জেনরে অসুর, জেনরে নিশ্চয়,
ঠিক্ যেন মনে ক্ষত্রিয়া হই।
সদত্ত জীবন, রাখি করতলে,
জানে না সাবিত্রী স্বপতি বই!!
নিরস দারুতে, সাজাইয়া চিত,
জ্বলিব অনল জ্বলিবে বলে।
রাখিব ভারতে, রাখিব এ নামে,
দেখাইব সতী কাহাকে বলে॥
দেখাইব আজি, প্রভাব আমার,
এই পতি কোলে রহিল মোর।
দেখি কেমনেতে, নিস প্রাণনাথে,
দেখিব যম ক্ষমতা তোর?

নাথ! দেখি তোমাকে কেমন শমন হরণ করে নে যায়? বল্লভ! সাবিত্রী তোমাকে কণ্ঠহার করে রাখ্বে!! নাথ! জীবনসর্ব্বস্ব! তোমাকে শমন নে যাবে? হৃদয়! দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও!! নয়ন! স্থির দৃষ্টি হও!! নির্দ্দয় কৃতান্ত যেন হৃদয়বল্লভকে না নে যায়!!

কর দৃঢ় করি, ধর প্রাণনাথে,
মন! একমনে হইয়া থাক।

আমি অভাগিনী, কে আছে আমার,
তোম্‌রা আমার বচন রাখ !!
এ বিজন বনে, দেখি একাকিনী,
কাল দস্যু মম পতিরে হরে।
দেখ দেবগণ, প্রভঞ্জন দেখ,
কাঁদায় সতীরে কি পাপ তরে ?
এতই নির্দ্দয়, হয়েছে শমন,
এত তেজ করে অবলা বলি ?
দেখি শমনের, কতই ক্ষমতা,
সতী তেজ তুমি উধরে জ্বলি !!

(চতুর্দ্দিকে অগ্নির্জ্যোতি)

(অদৃশ্যে বনদেবী।)

ভারতের মুখ, উজলিল আজি,
দেখ চেয়ে যত ভারতবাসী।
ধন্য পতিব্রতে, ধন্যগো সাবিত্রী,
কানন পবিত্র করেছ আসি !!

নেপথ্যে। এই বনে !!

রজ্জু হস্তে ভীমমূর্ত্তি, কঠোরকর্ম্মার প্রবেশ।

ভীমমূর্ত্তি। (প্রবেশ করিতে করিতে) নাম ভয়ঙ্কর !! কার্য্যগুলিও ভয়ঙ্কর !! এমন ভয়ঙ্কর স্থান কোথাও নাই, যেখানে ভীম মূর্ত্তির যেতে ভয় জন্মায় !! ঘোর অন্ধকার !! রবিকর স্পর্শ হয় না, এমন গিরি গহ্বরে পরমাণু সমান ক্ষুদ্র জীব পুঞ্জ আমাদের শঙ্কায় আত্ম্য গোপন করেও নিষ্কৃতি পায় না !! এই বিশাল নয়নের প্রতি দৃষ্টিতে পতিত হতেই হয় !!—

চিরজীবি নহ জীব বৃথা কর যাহা।
দুদিন বাদেতে সার হবে উহু আহা !!

কঠোরকর্ম্মা। (সগর্ব্বে)——

যে হরির পরাক্রমে কাঁপে বনস্থলী,
হরিরে হরিব কাল প্রাণ হরি ক্ষুমাদেশে !!
ভ্রমি এই বিশ্ব মাঝে অদৃশ্য ভাবেতে,
নামেতে কঠোরকর্ম্মা করম কঠিন
করি দয়া বিসর্জ্জিয়া মাতৃক্রোড়ে হতে
শিশু প্রাণ হরে লই কান্দে পিতা মাতা,
যুবতীর হৃদি হতে কেড়ে লই পতি,
কান্দে পতিব্রতা কুল হাহাকার রবে !!
হৈম সিংহাসনোপরি ভূপতিপ্রধান
বসিয়াছে, দুই পার্শ্বে খোলা তরবারি
রহিয়াছে পার্শ্বচর বিকট ভঙ্গিতে
দাণ্ডাইয়া, মক্ষিকা বসিতে নাহি পারে
মহিপতি দেহে, ভীমদর্পেতে তাঁহারে,
মহা বলবান ভূপ মুষ্টিতে ধরিলে
চূর্ণ হয়ে যায় গিরি পরমাণু সম ;
হেন ভূপতির বক্ষ হাসিতে হাসিতে
অনায়াসে ভেদ করি হরে লই প্রাণ !!
হেন জীব হয় নাই হবে না জনম
আমার করেতে পাইয়াছে পরিত্রাণ
কিম্বা পাবে পরে—ইহা হবে না কখন !!
যে ভূপের অনুচর তাঁহার কৃপায়
মৃত্যুরে আশঙ্কা নাই হয়েছি অমর,
সর্ব্বদা ও কর্ম্ম করি কার্য্যমাত্র এই !!!!

ভীমমুর্ত্তি। (বিকট মুখভঙ্গি করিয়া)——
রূপের মদনের হাতে ধরায়েছি ভাঁড়,
নাম মম ভীমমুর্ত্তি রংয়ে হারে হুঁকো,
হেন সুপুরুষের ত্রই জগতি তলেতে
কেহ নাই, দিব্বি করে পারি বলিবারে !!
চিত্রে কি প্রত্যক্ষ কিম্বা স্বপন সময়,
নর নারী যেই হোক্ বারেক দেখিলে
মন প্রাণ সমর্পিয়া আমার চরণে
অধৈর্য্য অধীরা হয়ে মিলনের তরে
ক্ষণমাত্র বিরহেতে ছট্‌ফট্ করি
খোঁওা করে কাং !! কভু হয় না মিলন !!

কঠোরকর্ম্মা। ভীমমূর্ত্তি! অনেকক্ষণ এসেছি, চল্ সত্যবান্‌কে নে যাই চল্।

ভীমমূর্ত্তি। চল্ দাদা! (কিঞ্চিৎ ভ্রমণান্তে) ঐ দাদা! সাবিত্রী সত্যবানকে কোলে করে বসে রয়েছে।

কঠোরকর্ম্মা। যা ওর কাছ্ থেকে সত্যবানকে নিয়ে আয়।

ভীমমূর্ত্তি। আচ্ছা যাচ্চি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিকট মুখ ভঙ্গি পূর্ব্বক) ইঃ!!——না দাদা! আমার কর্ম্ম নয়, ছুঁড়িটের বড় তেজ্!!

কঠোরকর্ম্মা। (সগর্ব্বে) কি? তুই এত দিনে কালকিঙ্কর নামে কলঙ্ক কল্লি? ধিক্ তোকে!! এই আমি আন্‌চি দেখ!!

ভীমমূর্ত্তি। আচ্ছা তাই নিয়ে এসে মর্দ্দানি জানা।

কঠোরকর্ম্মা। এই আনি দেখ্।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওন।)

সাবিত্রী। (শমন-কিঙ্করকে দৃষ্টে স্বগতঃ) এইত কাল দূত আমার পতিকে নিতে এসেছে, আমিত কখনই ছেড়ে দেব না।

(দৃঢ় করিয়া সত্যবানকে অঙ্কে ধারণ।)

কঠোরকর্ম্মা। (সাবিত্রীর নিকটে গিয়া) ও মেয়েটি! তোমার পতিকে ছেড়ে দেও, আমরা নে যাই।

সাবিত্রী। তুই কে?

কঠোরকর্ম্মা। (মুখ বিকৃত করিয়া) যমদূত আর কে?

সাবিত্রী। আমার নিকট হতে আমার পতিকে কখনই নেযেতে পার্ব্বিনে।

কঠোরকর্ম্মা। ইস্!! জোর্ দেখ্? নেযেতে পার্ব্বিনে? জোর করে নে যাব!!

সাবিত্রী। সাধ্য কি? সতীর কর থেকে? (ক্রোধ দৃষ্টি)

কঠোরকর্ম্মা। (ভুমে পড়িয়া গড়াইতে২) আঃ!—ইঃ!—উঃ!— জ্বলে মরুলুমরে!!—

ভীমমূর্ত্তিঃ। (মুখ বিকৃত করিয়া) হ্যাঁ! এখন আঃ! ইঃ! উঃ! সিদ্ধিরস্তু পড়্‌তে এলো!! (ক্ষণপরে) ওঃ! বাবারে! আমারো— [দ্রুতপদে উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভ দৃশ্য।

যবনিকা পতন।

সমবেত বাদ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

দ্বিতীয় গর্ভ দৃশ্য।

ধর্ম্মরাজের সভা।

ধর্ম্মরাজ সিংহাসনে আসিন্, পার্শ্বে চিত্রগুপ্ত, সম্মুখে বিকট দূত তিনজন পাপীর হস্তরজ্জু ধরিয়া দণ্ডায়মান।

বিকটদূত। রাজন্! আপনার আদেশক্রমে অদ্য এই তিনজন বন্ধন করে এনেছি।

ধর্ম্মরাজ। গুপ্তরাজ! দেখ দেখি কি পাপ করে।

চিত্রগুপ্ত। (খাতা উল্টাইতে উল্টাইতে) আ মলো যাঃ! খুঁজেই পাচ্ছিনে।

ধর্ম্মরাজ। কেন গুপ্তরাজ! খতেন কি কর নিয়ে? 'জাব্দা খাতা খুঁজ্‌চো কেন?

চিত্রগুপ্ত। মহারাজ! এইই খতেন হচ্চে! সমস্ত মর্ত্তভূমির খতেন, খতেনটী আপ্‌নার সাধারণ নয়!! (নেপথ্যে দৃষ্টি পূর্ব্বক) হরে কৃষ্ণ!—

নেপথ্যে। কি গা কর্ত্তা মশা?

চিত্রগুপ্ত। শীঘ্র আমার তিন সংখ্যার খতেন্ খানা আন্‌তো।

নেপথ্যে। ভাই গো!—

ঘোর অভাজন !!
অভক্ষ ভক্ষণ অগম্য গমন,
পরনিন্দা করি সদা সর্ব্বক্ষণ,
কাটায়েছে বৃথা মানব জীবন,
কখন ভাবেনি হইবে মরণ
গুণীর সুযশ কভু শুনিত না,
মধুর বচন কভু বলিত না,
অতিথী আসিলে আহার দিত না,
হরণ করেছে কত স্বাপ্য ধন
সুহৃদে স্বালয়ে করিয়ে আহ্বান,
কটুবাক্যে করিয়াছে অপমান,
তিল মাত্র এর নাহি কাণ্ডজ্ঞান,
অবলাকে দিয়ে মেরেছে কাকে
বেশ্যার আলয়ে অবিরত বাস,
হিন্দু শাস্ত্রে কিছু নাহিক বিশ্বাস,
কর্ম্মভূমে এই হয় অর্থনাশ,
ধর্ম্ম ভয় কিছু ছিল না বুকে !!

ধর্ম্মরাজ। বিকট ! কালসূত্র নরকে এই পাপীকে নিক্ষেপ করে চক্ষু উৎপাটন এবং জিহ্বাচ্ছেদন করে দেওগে।

বিকট দূত। যে আজ্ঞে ! (পাপীর রজ্জু আকর্ষণ) চল্ !—

তৃতীয়পাপী। (সরোদনে) রক্ষাকর ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্মরাজ !

[পাপীকে বলপূর্ব্বক লইয়া বিকট দূতের প্রস্থান।

ধর্ম্মরাজ। গুপ্তরাজ ! আর কোন পাপী কি এখানে উপস্থিত আছে ?

চিত্রগুপ্ত। কাল্ যে একটী রমণীকে কারাগারে রাখা হয়েছে, তার বিচার হয় নি।

ধর্ম্মরাজ। হাঁ তার বিচার হয়নি বটে। (নেপথ্য দৃষ্টে) বিকট !—

নেপথ্যে। মহারাজ !—

ধর্ম্মরাজ। কাল যে রমণীকে বদ্ধ করে রাখা হয়েছে তাকে নিয়ে এসোত।

নেপথ্যে। যে আজ্ঞে দেব !—

(একটী স্ত্রীলোকের হস্তরজ্জু ধরিয়া বিকট দূতের প্রবেশ)

বিকট দূত। রাজন! এই সে রমণীকে এনেছি।

ধর্ম্মরাজ। গুপ্তরাজ! দেখ দেখি এরমণীর কি পাপ?

চিত্রগুপ্ত। (খাতা উল্টাইয়া) এ ঘোর পাপিনী!!——

বিপ্র কুলে জন্ম করিয়ে গ্রহণ,
পতিভক্তি হৃদে ছিলনা কখন,
বিষম মুখরা কুলটার শেষ,
লজ্জাহীনা পরগামিনী অতি
মানেনিকো প্রেমে জাতি কি অজাতি,
করেছে কুক্রিয়া মদনেতে মাতি,
এমন কামুকি ছিলনা জগতে,
শিশুধরে দান করেছে রতি!!
ধর্ম্ম কর্ম্ম করে নাই এক তিল,
কারোসহ কভু ছিলনাকো মিল,
ভ্রুণহত্যা করিয়াছে কত বার,
গুরুজন মনে দিয়েছ তাপ
শাশুড়িরে ধরে করেছে প্রহার,
দিবসে দেখাত বকের আচার,
মাতৃদোষে পুত্র হলো কুলাঙ্গার,
এ নারীর দোষ সকলি পাপ!!

ধর্ম্মরাজ। বিকট! এই রমণীর অর্দ্ধাঙ্গ অনলে দগ্ধ করে হস্ত অঙ্গুলির নখ মধ্যে বড় বড় সুচি বিদ্ধ করগে।

রমণী। (সরোদনে) ধর্ম্মরাজ! রক্ষা করুন্!! এবার জন্ম গ্রহণ কল্লে আর কখন পাপ কর্ব্বনা। এবার——

[রমণীকে বলে আকর্ষণ পূর্ব্বক বিকট দূতের প্রস্থান।

(ভীমমূর্ত্তি, কঠোরকর্ম্মার প্রবেশ।)

উভয়ে। (শিরাবনমন পূর্ব্বক করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া) রাজন্!——(নীরব)

ধর্ম্মরাজ। সত্যবানকে আনা হয়েছে?

কঠোরকর্ম্মা। দেব! সত্যবানকে নিয়ে আসা আমাদের অসাধ্য!!

ধর্ম্মরাজ। কেন?

কুঠোরকর্ম্মা। সতীর তেজবলে আমরা নিকটে যেতে পাল্লেম না
ধর্ম্মরাজ। আমি যাচ্চি চল।
ভীমমূর্ত্তি। যে আজ্ঞে! চলুন।

ইতি দ্বিতীয় গর্ভ দৃশ্য।

যবনিকা পতন।

সমবেত বাদ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

তৃতীয় গর্ভ দৃশ্য।

কানন।

(সাবিত্রী সত্যবানকে কোলে করিয়া আসীনা।)

নেপথ্যে।

রাগিণী মালকোষ।—তাল আড়াঠেকা।

ঘোর রজনী ভীষণ কানন তিমির তরঙ্গ।
পশুকুল গতয়াতে, শব্দ হয় শুষ্ক পাতে,
নিদ্রিত বিহঙ্গ!!
পত্রহতে হীম ঝরে, তরুতল শিক্ত করে,
ভ্রমিছে ভুজঙ্গ;—থেকে থেকে ঝিল্লিরব,
সদলে ডাকে ফেরব, জীবের আতঙ্ক!!!!

সাবিত্রী। (সরোদনে)——

নাথ! ওঠ কেন অচেতন?
ঘোর নিশা অন্ধকার, সঙ্গে কেহ নাহি আর,
ডাকে ভয়ঙ্কর পশুগণ॥
নিবিড় বিজন বনে, আসি কাষ্ঠ আহরণে,
কেন শুয়ে নিদ্রা যাও নাথ?
কহিতে বিদরে বুক, চেয়ে মাত্র তব মুখ,
কুটিরে আছেন মাতা তাত!!
প্রাণেশ্বর! মায়া কি ত্যজিলে?
অচল কোমল দেহ, বিসর্জ্জন দিলে স্নেহ,
সাবিত্রীর কি দশা করিলে?

কোন সুখে নাহি মন, শুধু মাত্র ও চরণ,
শরণ লইয়াছিল দাসী।
ফেলিয়া বিজন বনে, শেল বিধি নারী মনে,
ফাঁকি দিলে মম আশা নাশি॥

নেপথ্যে। (গম্ভীর শব্দ)

সাবিত্রী। (সচকিতে পশ্চাদ্দৃষ্টে) প্রতিধ্বনি! আর ভয় দেখাও কি? সাবিত্রীর কি শঙ্কা আছে? যাঁর জন্যে আমি জীবনের ভয় কর্ত্তেম্, সেই জীবন সর্ব্বস্বই আমাকে পরিত্যাগ করে যাচ্চেন!! এখন জীবনকে করতলে করে রেখেছি। তুমি যাদের প্রতিধ্বনি, সেই ভয়ঙ্কর পশুগণ ও সম্মুখে এলে সাবিত্রী কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কা কর্ব্বে না!!

সম্মুখে। (অগ্নির্জ্যোতি)

সাবিত্রী। (অগ্নিদৃষ্টে)——

অগ্নিদেব! তুমি এলে কি এখন,
সাবিত্রী সতীত্ব দেখিবে বলি?
যদি কৃপা করি এলে বৈশ্বানর,
শতগুণ হয়ে উঠহে জ্বলি!!
দেখাও দেখাও আপন প্রভাব,
আকাশ পরশি উঠুক তাপ্
পতিশোক হতে পাইতে নিষ্কৃতি,
সাবিত্রী এখনি দিবে হে ঝাঁপ্!!
দেখ দেব! সতী পতি হারা হয়ে,
নয়নের জলে ভিজায় বুক
নিবারিতে মম হৃদয়ের জ্বালা,
বৈশ্বানর তুমি বিস্তার মুখে!!
(অগ্নি নির্ব্বাণ।)

সাবিত্রী। (সবিষাদে) অগ্নিদেব! সাবিত্রীকে কি ছলনা কর্ত্তে এসেছিলে? বৈশ্বানর! মনে করেছ তুমি নির্ব্বাণ হলে সতীর আর জীবন ত্যাগের উপায় নাই? হুতভুক্! এ তোমার ভ্রম!! যাদের পতি জীবন, পতির সঙ্গেইতো তাদের জীবন বহির্গত হয়ে গেছে? কেবল কায়াটাকে দগ্ধ কর্ত্তে এসেও ছলনা প্রকাশ কল্লে? বৈশ্বানর! তাতে সতীর কোন অনিষ্ট কর্ত্তে পার্ব্বে না!! জীবন বহির্গত হলেই, দেহটা

অগ্নিতে দগ্ধ হতো, না হয় মাংসভুক্‌গণের আহার হবে !! (অধোবদনে স্থিতি)

(দূত দ্বয়ের সহিত ধর্ম্মরাজের প্রবেশ।)

ভীমমূর্ত্তি। (সাবিত্রীকে দেখাইয়া) ঐ দেখুন।

ধর্ম্মরাজ। (বিস্ময়ে) একি সতীর প্রতিকৃতি ? তেজোময়ী পতিকে কোলে করে সাক্ষাৎ করুণাদেবীর মত বসে আছেন। (দূত দ্বয়ের প্রতি) তোম্‌রা যাও, আমি সত্যবানকে নিয়ে যাচ্চি।

দূত দ্বয়। যে আজ্ঞে। [দূত দ্বয়ের প্রস্থান।

ধর্ম্মরাজ। (সাবিত্রীর সম্মুখীন হইয়া) পতিব্রতে !—

সাবিত্রী। (ধর্ম্মরাজকে দৃষ্টে সচকিতে) আপ্‌নি কে ?

ধর্ম্মরাজ। সুশিলে! আমি ধর্ম্মরাজ !! তোমার পতিকে নিতে এসেছি

সাবিত্রী। (সসম্ভ্রমে প্রণামপূর্ব্বক) দেব ! এই কি আপনার ধর্ম্মত বিচার হচ্চে ? আমাকে জন্মের মত শোক সাগরে নিক্ষেপ করে আমার পতিকে নিয়ে যাবেন ?

ধর্ম্মরাজ। পতিব্রতে ! কি করি,বল ? সত্যবানের পরমায়ুর এই পর্য্যন্তই শেষ !! নিয়মের অতিক্রমতো আমি কর্ত্তে পারিনে ? অনর্থক হিংস্র পশুপূর্ণিত কাননে বসে রোদন কল্লে কি হবে ? গৃহে গিয়ে পতির পারলৌকিক কার্য্যের উপায় দেখগে।

সাবিত্রী। (সক্রোধে) ধর্ম্মরাজ ! সতীর প্রতি এই কি আপ্‌নার বিহিত বিবেচনা হলো ? পতির পারলৌকিক কার্য্য ? নামে-তে যার হৃৎকম্প হয় ? সতী তাই কর্ব্বে ? মৃত্যুপতি ! আনি-ত আমার প্রাণ থাক্‌তে আমার পতিকে ছাড়্‌বো না, দেখি আপ্‌নি কেমন করে নে যান ?

ধর্ম্মরাজ। (সভয়ে) সুশিলে ! আমার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ কর কেন ? তোমার পতি পূর্ব্বজন্মে যেমন করে এসেছে সেই রূপ কার্য্যই আমাকে কর্ত্তে হচ্চে !! বৃথা মৃত দেহ কোলে করে থাক্‌লে কি হবে ?

সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ ! অনর্থক আমাকে বঞ্চনা কচ্চে্ন কেন ? যদি আমার পতির মৃত্যুই হয়ে থাক্‌বে তা হলে আপ্‌নার আস্‌-বার প্রয়োজন ছিল কি ?

ধর্ম্মরাজ। রাজতনয়ে! তোমার কথায় আমি যথোচিত সন্তোষিত হয়েছি। সত্যবানের জীবন ব্যতিত যে বর ইচ্ছা সেই বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। আমার শ্বশুর অন্ধ হয়ে আছেন, তিনি যেন দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হন।

ধর্ম্মরাজ। সুশিলে! তাই হবে!! এক্ষণে সত্যবানের দেহকে পরিত্যাগ কর; বিধির নিয়ম লঙ্ঘন করোনা।

সাবিত্রী। (সত্যবানের দেহ ভূমে রাখিয়া) এই নিন। (স্থিরভাবে দণ্ডায়মান)

ধর্ম্মরাজ। (সত্যবানের দেহ হইতে প্রাণপুরুষ লইয়া গমন।)

সাবিত্রী। (ধর্ম্মরাজের পশ্চাৎপশ্চাৎ গমন।)

ধর্ম্মরাজ। (পশ্চাদ্দৃষ্টে) পতিব্রতে! আমার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যাচ্চো?

সাবিত্রী। ধর্ম্মরাজ! পতিব্রতার কার্য্যই এই!! জীবনাবধি পতির শুশ্রূষা কর্ব্বে। পতিই রমণীর দেবতা!! অন্তে স্বামীসহ গমন কর্ব্বে!! আপনি আমার পতিকে যেস্থানে নে যাবেন, আমিও সেস্থানে গমন কর্ব্ব!! পতি যদি নরকে বাস করেন, আমিও নরকে বাস কর্ব্ব। কালপতি! পতিহীনা হয়ে সতী কখনই থাক্‌তে পার্ব্বে না।

ধর্ম্মরাজ। সাবিত্রি! তোমার সুমধুর বচনে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। সত্যবানের জীবন ব্যতিত অন্য একটী বর তোমাকে দিতে ইচ্ছা করি গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। দেব! আমার পিতা পুত্রহীন আছেন, তাঁর যেন পুত্র লাভ হয়।

ধর্ম্মরাজ। ভাল!! তোমার অভীষ্ট মত বর প্রদান কর্ল্লেম। সাবিত্রি! তুমি আমার সঙ্গে এসোনা, কারণ জীবিত মনুষ্য কখন যমপুরে যেতে পারে না।

সাবিত্রী। দেব! আপনার সহিত কথা বার্ত্তায় পরম সুখানুভব কর্চ্চি!! মানবজীবন ধারণ করে সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে থাকাই উচিত জীবন জলবিম্ববৎ!! পলকে লয় হয়!! যত দিন জীবিত থাকা যায় তত দিন সৎসঙ্গে ধর্ম্মকার্য্যে সময় যাপন করা

কর্ত্তব্য। সংসার মায়াময়!! দুঃখের আকর!! মায়িক সংসারে থাকা জ্ঞানীর পক্ষে কোন মতেই বিধি নয়। ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে অনাথিনীর এই প্রার্থনা রক্ষা করুন্।

পুণ্যবলে সাধুসঙ্গ পাইয়াছি আমি।
সে আশে নিরাশ কেন কর কালস্বামি?

ধর্ম্মরাজ। (সহর্ষে) সুশিলে! এত অল্প বয়সে এত জ্ঞান উপার্জ্জন করেছ? তোমার সুমধুর বাক্য যত শুন্‌চি, ততই আমার শ্রবণবিবর পরিতৃপ্ত হচ্চে। জ্ঞানবতি! আরো কিছুক্ষণ তোমার কথাগুলি শুন্তে ইচ্ছা ছিল, কি করি? আর বিলম্ব কর্ত্তে পার্চ্চিনা, সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটী বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। আমার শ্বশুর রাজ্য হারা হয়ে বনে বাস কর্চ্চেন, তিনি যেন পুনঃ রাজ্য প্রাপ্ত হন।

ধর্ম্মরাজ। সুশিলে! তোমার মনমত বরই প্রদান কল্লেম, এখন আবাসে ফিরে যাও। কারণ অনেক দূরে এসে পড়েছ. মনুষ্য শরীরে এতদূরে কেহই আস্‌তে পারেনা। আর বিলম্ব করোনা শীঘ্র যাও।

সাবিত্রী। দেব! আমার প্রতি আপনি এত নিদয় হচ্চেন কেন? পুনর্ব্বার সংসার কারাগারে যেতে আমাকে কেন আদেশ কর্চ্চেন? আর সে ক্লেশপূর্ণ সংসারে যেতেই ইচ্ছা করি না।

দূরে। (নীলালোক এবং যমদ্বার দৃশ্য)

ধর্ম্মরাজ। (স্বদ্বার দৃষ্টে ত্রাস্তভাবে) সাবিত্রী! শীঘ্র যাও!! শীঘ্র যাও!! একি এতদূর এসে পড়েছ? যা হোক সত্যবানের জীবন ব্যতীত যাহা ইচ্ছা বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী। যদি অনুগ্রহ করে দেন, তবে যেন সত্যবানের ঔরসে সপ্তম বর্ষান্তে পর্য্যায় ক্রমে আমার উদরে শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

ধর্ম্মরাজ। (ত্রাস্তভাবে) সাবিত্রি তোমার মনমত বরই প্রদান কল্লেম। শীঘ্র যাও!! শীঘ্র!!

সাবিত্রী। (কিঞ্চিৎ হর্ষে) কালপতি! যদি আমার স্বামীকেই নিয়ে যান. তবে আমার সন্তান কি প্রকারে হবে?

ধর্ম্মরাজ। (সবিস্ময়ে) ধন্য পতিব্রতে! তোমার সতীত্ব চমৎ-

কার !! চরিত্র চমৎকার !! তোমার সতীত্ব প্রভাবে আমাকে ভ্রমে জড়িত করে পতির জীবন কৌশলে রক্ষা কল্লে !! সতী ! এই ধর !! তোমার সতীত্বের পুরস্কার স্বরূপ এই তোমার পতিকে প্রদান কল্লেম। অদ্যাবধি তব সতীত্ব প্রভাব অবনীমণ্ডলে চিরকাল ব্যাপ্ত থাকবে !! পতিব্রতে ! এই তোমার পতিকে ধর !! (সাবিত্রীর হস্তে সত্যবানের প্রাণ পুরুষ দান।)

(আকাশে দেবগণ)

ধন্য পতিব্রতে ! অশ্বপতি সুতা,
ধন্য সতি তব সতীত্ব বল
মৃতপতি পুনঃ বাঁচাইলে সতী,
আশীর্ব্বাদ করি অমরদল ॥
ধরা মাঝে পতি লয়ে মন সুখে
সুখে থাক দোঁহে দিলাম বর।
ভুঞ্জি বহু সুখ সময়ক্রমেতে,
হবে চিরবাস স্বরগপর ॥

(পুষ্পবৃষ্টি)

ধর্ম্মরাজ। (সবিস্ময়ে) সাবিত্রী ! তোমার জন্ম গ্রহণে অবনী পবিত্রা হয়েছেন, সতী ! তব দর্শনে আমিও ধন্য হলেম্ !! যাও দেবী যাও, পতির দেহে প্রাণপুরুষ যোগ করগে। আমি এক্ষণে বিদায় হই।

সাবিত্রী। দেব ! আমি যেন ধর্ম্মে বিচলিত না হই।

ধর্ম্মরাজ। সতী নারীর কখন কি ধর্ম্ম বিচলিত হয় ?

[যমরাজের প্রস্থান।

সাবিত্রী ! (ধীরে ধীরে গমন নীলালোক নির্ব্বাণ যমদ্বার অদৃশ্য সত্যবানের নিকট সাবিত্রীর আগমন, সত্যবানের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া স্থিতি দেহে প্রাণপুরুষ নিয়োগ।)

সত্যবান। (চেতন প্রাপ্তে) আঃ !—(হস্তদ্বারা নয়ন মার্জ্জনা পূর্ব্বক) ওঃ ! অনেক রাত্র হয়ে পড়েছে !! উপবেশন পূর্ব্বক) সুশিলে ! আমি এতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেম, নিদ্রা ভঙ্গ করাওনি কেন ?

সাবিত্রী। আপনি অত্যন্ত শিরপীড়ায় কাতর হয়ে ক্ষণ পরে নিদ্রিত হলেন, তাইতে ভাব্‌লেম বিশ্রাম ভঙ্গ কল্লে পুনর্ব্বার পাছে কষ্ট হয়।

সত্যবান। লাবণ্যময়ি! পিতা মাতা অনাহারে আমাদের মুখ চেয়ে আছেন; না জানি তাঁরা কত চিন্তিতই হয়েছেন!! এখন উপায়? রাত্র অধিক হয়েছে, যাই কি করে?

সাবিত্রী। এখনত কোন উপায়ই নাই!! চতুর্দ্দিকে ভয়ানক বন্য-জন্তু দলে দলে ভ্রমণ কর্চ্চে!! চলুন—আজ রাত্রে ঐ বট গাছ-টীতে আরোহণ করে থাকিগে। প্রভাত হলে কাষ্ঠ আহরণ করে কুটিরে যাওয়া যাবে।

সত্যবান। সুতরাং চল তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় গর্ভ দৃশ্য।

যবনিকা পতন।

সমবেত বাদ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

চতুর্থ গর্ভ দৃশ্য।

কানন কুটির সম্মুখ।

(দ্যুমৎসেন ও করুণা সুন্দরী তরুতলে আসীন।)

দ্যুমৎসেন। (বিষণ্ণভাবে) তপস্বিনি! রাত্রি অধিক হলো এখনো সাবিত্রী সত্যবান কাষ্ঠ আহরণ করে ফিরে আসচে না কেন? বিলম্ব হওয়াতে মন অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্চে!!

করুণাসুন্দরী। (সবিষাদে) একেত আমাদের অদৃষ্ট মন্দ!! সত্যবানের কোন মন্দ ঘটনা ঘটেনিত? আমার মন কেবল কেঁদে কেঁদেই উঠ্‌চে কেন?

দ্যুমৎসেন। (সজলনেত্রে) তপস্বিনি! তুমি একটু এগিয়ে দেখ দেখি।

করুণা। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া) দেখ্‌চি।

(করুণা সুন্দরীর প্রস্থান।)

দ্যুমৎসেন। (সজল নেত্রে) বিধি! এতদিনে কি তোর মনস্কামনা পূর্ণ হলো? অন্তর যখন কাতর হয়ে উঠছে, তখন নিশ্চয়ই বৎস সত্যবানের কোন অমঙ্গল হয়ে থাক্‌বে!! (দীর্ঘনিশ্বাস) দ্যুমৎসেনের কি মৃত্যু নাই? কৃতান্ত কি কেবল যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যেই আমাকে জীবিত রেখেছে? উঃ!—সত্যবান!—বৎস!—তোমার যে পিতার আর অবলম্বন কেহই নাই!! তোমার মুখ দৃষ্টে বনবাসের কঠোরক্লেশকে ক্লেশ বোধ হয়নি!! সত্যবান! কেন তোমাকে কাষ্ঠ আহরণ কর্ত্তে প্রেরণ কল্লে‍ম? সেই অভিমানে কি এসে দেখা দিচ্চ না? সত্যবান! ফিরে এসে,—আর আমি তোমাকে কাষ্ঠের জন্যে বনে প্রেরণ কর্ব্বনা!! বৎস! এবার আমি নিজেই কাষ্ঠ কর্ত্তনে বনে গমন কর্ব্বো!! (দীর্ঘনিশ্বাস) ওঃ!—ভগবন্!—আমার হরিষে বিসাদ উপস্থিত হয়েছে!! দেব! অকস্মাৎ দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হওয়াতে আনন্দোদয় হলো বটে!! কিন্তু এ আনন্দ আমার ক্লেশের মূল বলে বোধ হচ্চে!! কারণ—আমার হৃদয়ের রত্ন সত্যবান হতেই বঞ্চিৎ হচ্চি!! ভগবন্! আমি জানি দ্যুমৎসেনকে আপ্‌নি সুখভোগের জন্য সৃষ্টি করেন্ নি!! দুঃসহযন্ত্রণা সহ্য করাবার জন্যেই আমাকে সৃষ্টি করেছেন!! দেব! আমাকে অন্ধ করে রাখ্‌লেন না কেন? সত্যবানকে হরণ করে লওয়া কি অপনার বিহিত বিবেচনা হলো? আমার শতজন্ম অন্ধহয়ে থাকা ভাল!! নয়ন! আবার তুই দর্শনশক্তি রহিত হ!! বৎস সত্যবান কুটিরে ফিরে আসুক্!! (কিঞ্চিৎপরে) তপস্বিনী এখনো ফির্চ্চে না কেন? (নেপথ্য দৃষ্টে উচ্চৈঃস্বরে) তপস্বিনী!——কৈ শাড়াত পাচ্চি না? (দীর্ঘনিশ্বাস।)

নেপথ্যে।

বল রাধাশ্যাম নিলে যাঁর নাম,
থাকেনা কখন কালের ভর !!
ভোজবাজি প্রায় এ ভব সংসার,
যাদেখিছ দারাসুত পরিবার,
মিছে মায়া সার কেহ নহে কার,
কি হবে কি খাবে মরোনা ভেবে।
জড়িত হইয়া সংসার বিপাকে,
বীণে ! পাপে জড়াওনা পাকে পাকে,
কে ভাবে তোমাকে তুমিভাব কাকে,
ভাব তাঁকে যাঁকে সকলে সেবে ॥

দ্যুমৎসেন। (চেতনপ্রাপ্তে সবিস্ময়ে) তপস্বিনি ! এ শান্তিরস পূর্ণ কার স্বর ?

করুণাসুন্দরী। (বিস্মিতভাবে) কোন তাপসের স্বর বোধ হচ্চে।

দ্যুমৎসেন। আহা ! কি শান্তরস পূর্ণ !! একেবারে সকল শোক তাপ দূর হলো।

সঙ্গীত করিতে করিতে নারদঋষির প্রবেশ।

রাগিণী চেতাগৌরী।—ঠুংরি।

ভজ ভয় ভঞ্জন কেশবে।
নীরদ বরণ, ভুবন মোহন, বন্দে বিধি বাসবে——
সময় ক্ষেপণ, করোনা মন, সদা স্মর কমলাবল্লভে।
সংসার সাগরে, তরিবারতরে রসনা ডাকনা মাধবে।
মুদিলে নয়ন, সব অকারণ, বৃথাকেন মজবে বিভবে ?

দ্যুমৎসেন। (ত্রস্তভাবে) একি মহর্ষি যে ? প্রণাম !! (করযোড়ে প্রণাম)

করুণাসুন্দরী। (নারদকে প্রণাম।)

নারদ। মঙ্গল হোক্ !? রাজন্ ! এক শুভসম্বাদ তোমাকে দিতে এসেছি। তোমার রাজকুল এতদিনে পবিত্র হলো !! বহু পুণ্যবলে সাবিত্রীকে পুত্রবধূ পেয়েছ !! আশ্চর্য্য সতী !! চরিত্র চমৎকার !! প্রভাব প্রচণ্ড !! শমন হস্ত হতে মৃতপতি ফিরিয়ে এনেছেন !!

দ্যুমৎসেন। (সহর্ষে) মহর্ষি! আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূ হয়েছে!! সত্যবানের বনে কি দশা ঘটেছিল আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

নারদ। রাজন্! কল্য সত্যবানের মৃত্যুর দিবস নির্দ্ধারিত ছিল. সাবিত্রী মম প্রমুখাৎ এসমস্ত পূর্ব্বেই অবগত হয়েছিল!! তাই পতির সঙ্গ কখন পরিত্যাগ কর্ত্তোনা!! গত নিশিযোগে সত্যবানের মৃত্যু হয়, সাবিত্রী পতিকে কোলে করে বসে থাকে, যমদূত সত্যবানের প্রাণপুরুষকে নিয়ে যেতে পাল্লে না। পরে স্বয়ং কালপতি সত্যবানকে নিতে আসেন!! সতীর সতীত্বপ্রভাবে সত্যবানকে নিয়ে যেতে না পেরে সাবিত্রীকে বিবিধ বর দান করে গেছেন!! রাজন্! তোমার অন্ধত্ব মোচনের কারণই সেই সাবিত্রী সতী!! তোমাদের চিন্তা দূর কর্ব্বার জন্যে আমি অগ্রে সংবাদ দিতে এসেছি; সাবিত্রী সত্যবান আগতপ্রায়!! এক্ষণে মহারাজ অশ্বপতিকে সম্বাদ দিতে চল্লেম।

করুণাসুন্দরী। (পুলকে) ভগবন্! এসংবাদে আমরা পুনর্জীবন প্রাপ্ত হলেম!!

নারদ। আমি এক্ষণে আসি।

উভয়ে। প্রণাম।

নারদ। মনস্কামনা পূর্ণ হোক্!!

(নারদের প্রস্থান।)

(সাবিত্রী ওসত্যবানের প্রবেশ।)

সাবিত্রীসত্যবান ? রাজ রাণীকে প্রণাম!

করুণাসুন্দরী।! সাবিত্রীকে কোলে করিয়া সজলনেত্রে! মা সাবিত্রী! তোমাদের সমস্ত রাত_না দেখে মৃত্যুপ্রায় হয়েছিলেম্!! শেষে নারদ ঋষির মুখে তোমাদের কুশল সমাচার শুনে মন স্থির হলো। মা! আমি ধন্যা!! যে তোমাকে পুত্রবধু পেয়েছি।

দ্যুমৎসেন। (সজল নয়নে) বৎস সত্যবান! তোমাকে দেখে এখন আমার জীবন শিতল হলো। মা সাবিত্রি!! তুমি ধন্যা!!

ত পতিকে জীবিত করেছ !! আমার কুলোজ্জ্বল করেছ না! আজ আমার বনবাস ক্লেশকে ক্লেশ বোধ হচ্চে না। (সত্যবানের প্রতি) সত্যবান! তোমাদের কাষ্ঠের নিমিত্ত বনে পাঠিয়ে পথ পানে চেয়েছিলেম্ !! যতই বিলম্ব হতে লাগ্‌লো, ততই মন ব্যাকুল হয়ে পড়লো !! ক্রমে নিশার শেষ দেখে চতুর্দ্দিক শূন্যময় দেখ্‌তে লাগ্‌লেম্ !! বৎস যদি তোমার কোন বিপদ হতো, তা হলে তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতার যে কি দুর্দ্দশা হতো. তা বল্‌তে পারিনা। সত্যবান! এখন তোমাদের প্রাপ্ত হয়ে সকল যন্ত্রণা দূর হলো !!

সত্যবান। (স্বগতঃ) রাত্রে আমার মৃত্যু হয়েছিল? সাবিত্রী আমাকে পুনর্জীবিত করেছে? ধন্য আমি !! এমন স্ত্রী পেয়েছি।

(নেপথ্যে।)

রাগিনী শাহানা।—তাল যৎ॥

আজি কি আনন্দ বিধি সব দুঃখ নাশিল।
তাপস হৃদয়ে সুখ চারুহাসি হাসিল॥
ভাব সূত্রে দুজনার,গলে দুলে স্নেহ হার,
রতি রতিপতি সম, কিবা ভাতি ধরিল।
সতীত্ব কমলদল, বিতরিছে পরিমল,
ভারতীর মুখোজ্জ্বল, সতী হতে হইল॥

ইতি চতুর্থ গর্ভদৃশ্য।

যবনিকা পতন।

সমবেত বাদ্য।

পঞ্চম দৃশ্য।

(অশ্বপতি রাজার সভা।)

সিংহাসনে সাবিত্রী সত্যবান আসীন, পশ্চাতে ছত্রধারী, দুই পার্শ্বে চামরধারী, সিংহাসন পার্শ্বে দ্যুমৎসেন, অশ্ব-

পতি, মন্ত্রী, গুণময়, চারিজন প্রজা, দুইজন আশাধারী, দুইজন মল্ল, দুইজন পতাকাধারী, একজন ঘোষক দণ্ডায়মান।

অশ্বপতি। মহারাজ! দেখুন দেখি কেমন শোভা হয়েছে? আজ্ সত্যবানকে রাজ্যভার দিয়ে সমস্ত বিষয়কার্য্য হতে অবসর প্রাপ্ত হলেম।

দ্যুমৎসেন। বৈবাহিক মহাশয়! আমার সত্যবানের প্রতি আপনি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ কর্চ্চেন! আমি সত্যবানের পিতা হয়ে বৎসকে কেবল ক্লেশেরভারই অর্পণ করে ছিলেম!! মহারাজ! আপনিই যথার্থ বৎসেকে সুখী কল্লেন।

অশ্বপতি। বৈবাহিক মহাশয়! এমন কথা বল্‌বেন্ না; আপ্‌নার পুণ্যবলেই এসব।

গুণময়। মিত্র সত্যবান! আজ্ আমার নয়ন সার্থক!! তোমাকে রাজসিংহাসনে দেখে আজ্ আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়েছে।

সত্যবান। মিত্র! তোমাকে এখন আর তপস্বীর বেশ সাজে না। মিত্র! তোমাকে সুখী কর্ত্তে পারি আমার এমন কি ক্ষমতা? বন্ধো! তোমাকে আমার সদৃশ করে রাখ্‌তে বাসনা করি।

গুণময়। সখে! তোমার যা ইচ্ছা।

সকলে। জয় সাবিত্রীর জয়!! জয় সতীর জয়!!

গুণময়। অদ্য কি আনন্দের দিন!!

অশ্বপতি। মহারাজ! আজ আমাদের সব দুঃখ বিমোচন হলো!!

দ্যুমৎসেন। ধন্য সতীর প্রভাব!!

ঘোষক। (সদর্পে)

ভূচর খেচরবাসী জীবগণ,
দেখ দেখ আজি বিকশি নয়ন,
সতীর আদর্শ সতীর প্রভাব,
প্রকৃত সতীত্ব কাহাকে কয়।
দেখরে যবন দেখ ম্লেচ্ছগণ,

সতীর আদর্শ ভারত কেমন,
ভারতের আর তুলনা কি হয়,
জয় সত্যবান সাবিত্রী জয় !!

সকলে।——

জয় সত্যবান সাবিত্রী জয় !!——
গিরি নদ নদী আকাশ ভেদিয়া,
এ আর্য্য সতীত্ব বেড়ায় ছুটিয়া,
ধন্য হিন্দু ধর্ম্ম ধন্য সতী নারী,
সতীর প্রভাবে কালের ভয়।
সতী হতে হয় অতুল বিভব,
সতী কোপানলে দগ্ধ হয় সব,
সতী হতে মৃত পতি প্রাণ পায়,
জয় সত্যবান সাবিত্রী জয় ॥

সকলে।——

জয় সত্যবান সাবিত্রীর জয় !!!——
দেখ দেখ হিন্দু রমণী সকল,
কিরূপ সতীত্ব রয়েছে উজ্জ্বল,
তারা ওনা হেন সতীত্ব রতন,
হৃদয়ে যতনে রাখলো সবে।
হিন্দু কুলবালা হয়েছো সকলে,
অসতীলো যেন কেহ নাহি বলে,
পতিভক্তি যদি রাখ স্থিরভাবে,
মাতৃভূমি যশ ঘুষিবে ভবে।
কলঙ্কের বোঝা মাথায় বওনা,
যমদণ্ড দণ্ড কখন সওনা,
সতীত্ব কমল মধুর সৌরভ,
ব্যাপ্ত হোক্ এই জগময়।
হিন্দু কলঙ্কিনী হয়ে যাক্ দূর,
শোভা দেন তারা করে যমপুর,
উঠুক উজলি সতীর প্রভাব,
জয় সত্যবান সাবিত্রী জয় !!

সকলে।—

জয় সত্যবান সাবিত্রীর জয় !!!!
নারীর সতীত্ব অমূল্য রতন,
সতীত্বে ভূষিত রমণী যে জন,
ভূষণেতে কিবা প্রয়োজন তার,
ভুবন পূজিতা সে ধরাতলে।
ভারতি ইহার প্রকৃত প্রমাণ,
এ মণির জ্যোতি হতেছে নির্ব্বাণ
দেখে লজ্জা ক্লেশ হয় নাকি মনে
ধিক্ হিন্দু কুল নারী সকলে,
সতীত্ব বিহনে ভুগিতেছ ক্লেশ,
কুযশে পূর্ণিত হইল এ দেশ,
ভারতে সতীত্ব ছিল পূর্ব্বকালে.
আছে এই কথা কেহ না কয়?
ধিক্ হিন্দুকুলকঙ্কিনীদল,
অধোপাতে যাকৃ তাহারা সকল,
উঠুক্ উজলি সতীত্ব প্রভাব,
জয় সত্যবান সাবিত্রী জয় !!

সকলে।—জয় সত্যবান সাবিত্রীর জয় !!!!

ইতি পঞ্চম গর্ভ

যবনিকা

সমাপ্ত